পুষ্প-পরাগ



'বীরবালক' 'লক্ষ্য-হারা' প্রভৃতি রচয়িত্রী

শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী

প্রকাশক
শ্রীজিতেন্দ্রশঙ্কর দাশ গুপ্ত, বি, এল
১০বি, গৌর ঘোষের লেন, ভবানীপুর,
কলিকাতা।

মূল্য এক টাকা।

সাখী প্রেস
শ্রীঅধরচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত
২৯ বৈঠকখানা রোড,
কলিকাতা।

ভূমিকা।

'প্রবাসী,' 'ভারতবর্ষ,' 'যমুনা' প্রভৃতি বিবিধ মাসিক পত্রে প্রকাশিত আমার কয়েকটী কবিতা, একত্রিত করিয়া "পুষ্প-পরাগের" সৃষ্টি হইয়াছে। বহুদিন হইতেই আমাদিগের অনেক হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু বান্ধব ইহা প্রকাশিত করিতে সস্নেহ অনুরোধ করিয়া আসিতেছেন; কিন্তু আমি নিজে দীর্ঘ-কালব্যাপী উৎকট রোগ ও নিদারুণ শোকে কাতর থাকায় এতদিন সে অনুরোধ প্রতিপালন করিতে পারি নাই। এবার ও বঙ্গ সাহিত্যের সুপরিচিত লেখক, সুকবি, আমার অগ্রজ-প্রতিম পরম সম্মানাস্পদ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেবের আগ্রহ উৎসাহ ও যত্ন না পাইলে "পুষ্প-পরাগ" লোক-লোচনে পড়িত কি না, তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আর আমার সোদর কল্প স্নেহ ভাজন প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায়—"পুষ্প-পরাগের" প্রচ্ছদ চিত্রখানি অঙ্কিত করিয়া দিয়া আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। "পুষ্প-পরাগের" সর্ব্বাঙ্গে ইঁহাদের যে স্নেহের স্মৃতি জড়িত রহিল, তাহা শুধু ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতার জ্ঞাপনে শেষ হইবার নহে।

ভবানীপুর
ভ্রাতৃদ্বিতীয়া
১৩৩০ সাল।

লেখিকা।

উৎসর্গ

পিতৃ-প্রতিম পূজনীয়, চির-স্নেহময় ভক্তিভাজন

৺ দ্বিগিন্দ্রশঙ্কর দাস গুপ্ত

শ্বশুর মহাশয়ের শ্রীশ্রীচরণ কমলেষু—

তাতঃ !

মম, হৃদয়-"পুষ্প- পরাগ" এনেছি
মাখাতে তোমার পায়,
কল্পনা মম কল্পলোকের
সন্ধানে যেতে চায় !
তুমি, কোথা কত দূরে, কোন্ সুর পুরে
নন্দন বন মাঝে
যেথা, নব মন্দার মুকুল গন্ধ,
চির আনন্দ রাজে !
নিতি, ক্ষরে সুধাধারা, শোক তাপহারা
মন্দাকিনীর নীরে,
জল্পনা হীন সে লোকের, খোঁজে
কল্পনা ঘুরে ফিরে !
মোরা, মর্ত্ত্যদেশের মানুষ হায় রে !
সবি হেথা আবিলতা,
তবু, তোমারি কত না আদরে যতনে
রোপিতা লালিতা লতা,

তাতে, হোক্ বিষফুল, কণ্টকা কুল,
হোক্ সে সুরভি হারা
তোমারি চরণে দিনু এ "পরাগ"
মাখিয়া অশ্রু ধারা।

নিবেদন ইতি—

চির আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষিনী সেবিকা
প্রফুল্ল।

অর্ঘ্য

(শ্রদ্ধাস্পদ কবিসম্রাট্ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের
জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে লিখিত।)

শেষ যবে বাল্য খেলা, কৈশোরের সোনার স্বপন
আঁখিকোনে লীন,
সেই এক মহা লগ্ন জীবনের নব উদ্বোধন
প্রথম যে দিন
বঙ্গের সাহিত্যকুঞ্জ যেই পিক পাপিয়ার তানে
সতত মুখর,
মৃদু অতি পশেছিল, দীন বঙ্গ বালিকার কানে,
সে মধুর স্বর !
ভেবেছিল মূঢ়মতি, আপন অস্ফুট কল্পনায়
শুনিয়া সে গান,
বহু দূরে শূন্য পুরে, বুঝি সুর গায়কেরা গায়,
ললিত সুতান।
এঁকেছিল কল্পনাতে, বুঝি কোথা "নৈবেদ্য" সাজায়ে
সিদ্ধ বিদ্যাধর,
"তুমি যদি দাও বীণা" বলিতেছে উপাস্যের পায়ে
"গা'ব নিরন্তর !"
ভেবেছিল, এ বুঝি সে শূন্যগামী চাতকের সুর,
চন্দ্রলোক তলে,

ভেবেছিল সে ঝঙ্কার ত্রিদিবের সঙ্গীত মধুর
এ মহীমণ্ডলে।
দেখিনু প্রত্যক্ষ সত্যে, কি আনন্দ! ভাগ্যে বাঙ্গালীর,
মিথ্যা সে স্বপন,
আর্য্য "ঋষিপুত্র" করে বাজে বীণা মধুর গম্ভীর
সুধা-প্রস্রবণ!

দেব!
নিভৃত এ শ্যামকুঞ্জে শুভক্ষণে উঠেছিল বাজি',
তোমার বাঁশরী;
দিনে দিনে অভিনব চারু সাজে উঠিতেছে সাজি'
বঙ্গভাষা মরি!
এ বাঁশরী না বাজিলে ভাষার সে জীবনের স্রোত,
যেত বুঝি থামি',
প্রমত্ত তরঙ্গভঙ্গে চূর্ণ করি শত অবরোধ
আসিত না আমি'।
ধন্য মাতা বঙ্গভূমি, স্নিগ্ধ শ্যামাঞ্চল তলে যাঁ'র,
বাণী-পুত্রবর
"কৃত্তিবাস" "কাশীদাস" "মুকুন্দ" "প্রসাদ" "চণ্ডীদাস"
"ভারত," "ঈশ্বর,"
সে সব বীণার তান ধীরে যবে শূন্যে হ'ল লীন,
বঙ্গের প্রাঙ্গনে,
মধুকণ্ঠ "মধু", "হেম", "দীনবন্ধু", "বঙ্কিম", "নবীন",
গাহিল স্বস্বনে।

অস্ত সে "রজনীকান্ত" নীরব হয়নি বঙ্গভূমি,
তবু কবিবর !
"শান্তি-নিকেতনে" বসি', শিষ্য সঙ্গে, হে তাপস, তুমি
তুলিতেছ স্বর !
সাধনা-সংযত কণ্ঠ, দিন দিন মধু হ'তে মধু'
তোমার ঝঙ্কার,
দীর্ঘজীবী হও তুমি, প্রার্থনা করিছে বঙ্গবধূ,
বঙ্গ-অলঙ্কার !
কোথা তুমি মহাত্মন্ ! দিগন্তবিস্তৃত যশোশিখা
ভাস্বর ভাস্কর !
বাঙ্গলার এক প্রান্তে কোথা আমি ক্ষীণা খদ্যোতিকা,
মূর্খ, নিরক্ষর !
তবু আজি বাঙ্গলায় নিরখিয়া তোমার সম্মান,
হর্ষোদ্বেল চিত্তে,
অযোগ্য সাহস ভরে আসিয়াছি লজ্জাত্রস্ত প্রাণ,
তোমারে নমিতে !



পুষ্প-পরাগ।



সাধ।

আমি চাই অখ্যাত জীবন
নিরজন পল্লী পথ পাশে
অতি ক্ষুদ্র বন পুষ্প হ'য়ে
(র'ব) দরিদ্রের তৃণাচ্ছন্ন বাসে
আপনাতে সম্পূর্ণ আপনি
আপনাতে আপনি বিভোর,
ভুলে গিয়ে বিশাল ধরণী,
ভুলে গিয়ে কেহ আছে মোর।
ভুলে গিয়ে নিন্দা আর স্তুতি
ভুলে তুচ্ছ মান অভিমান,
আপনারে চিনিব আপনি
আনন্দের লভিব সন্ধান।

ওই মুক্ত নীলাকাশ তলে
ওই স্নিগ্ধ নির্ম্মল বাতাসে,
স্বচ্ছ তোয়া তটিনী যেখানে
ছুটিতেছে সাগর সম্ভাষে।
মানব জনমে নাহি সাধ
আমি হ'ব কানন কুসুম,
অতি ক্ষুদ্র অতি তুচ্ছ তম,
নয়নে জড়ান যেন ঘুম!
নহে চাঁপা গোলাপ চামেলি,
না ফুটিব মনোরম বেশে,
উৎসবে তুলিয়া নিয়ে যেন
ফেলিতে না পারে নিশি শেষে।
প্রশংসার শিলা বৃষ্টি ঝড়ে
দুলিব না সন্দেহ দোলায়,
কারো দৃষ্টি না পশে যেখানে
সেখানে ফুটিতে চিত্ত চায়!
শাখাতে ফুটিয়া নিরজনে
নিজমনে পড়িব ঝরিয়া
একবার প্রাতঃ সবিতার
কর রেখা হৃদয়ে ধরিয়া
একটী প্রদীপ্ত মেঘহারা
অম্লান ঊষার অপেক্ষায়
ধ্যান ধরে' রহিব বসিয়া
কোরক জীবন যবে যায়;

প্রভাতে প্রথম সূর্য্যোদয়ে
রবি রশ্মি যেন অকস্মাৎ
শিহরিয়া অব্যক্ত-পুলকে
করে মোর জীবন প্রভাত !
একটী সম্পূর্ণ দিনমান
আমি রব ভাবে নিমগন,
সন্ধ্যাতে মধুর অবসানে
ঢেলে দিব নীরবে জীবন !
দিওনাকো রূপ মনোরম
দিওনা সে সৌরভ মধুর,
মানবের দৃষ্টির বাহিরে
আমারে রাখিও বহুদূর।

আঁধারে।

নিবিয়া গিয়াছে দীপ-ক্ষতি নাই তায়,
জানি এ প্রান্তর মাঝে সুদুর্গম পথ আছে,
আঁধারে এবার যাত্রা তোমায় আমায়।

এতদিন আলোকেতে করেছি উৎসব,
দুই জনে পাশাপাশি চোখে চোখে হাসি রাশি
না হয় এবার হ'বে আঁধারে সে সব!

এ আলোকে হয়ে গেছে মুখ চেনাচিনি,
সম্মুখে অসীম আঁধা পশ্চাতে আলোর ধাঁধা,
দেখে যাও জগতের এই বিকিকিনি!

শোভা যাত্রা নয়! এযে অনন্তের পথ!
কানে কি অস্ফুট সুর ভেসে আসে সুমধুর;
দূর অতীতের সুখ স্বপ্ন স্মৃতিবৎ!

পাষাণে বাঁধিয়া বুক মুখে আনা হাসি,
আকাশেতে কড়্ কড়্ ডাকে বজ্র আসে ঝড়,
চপলাচমকে ঘন আঁধার বিনাশি।

প্রীতি গীতি থেমে গেছে—সেও কত কাল।
প্রবল ঝঞ্ঝার সনে বয়ে আনে প্রভঞ্জনে
প্রলয় বিষাণ শব্দ ওকি সুবিশাল!

যে মালা গাঁথিয়া ছিনু বড় সাধ করে'
তার, ফুলছিঁড়ে উড়ে আসে আমেদেরি চারিপাশে
কিছু বা যতনে বুকে রাখিয়াছি ধরে'।

তবু এ সাধের যাত্রা যাব নিজ দেশ,
নাহি গ্লানি নাহি খেদ না জানি এ পরিচ্ছেদ
যে'তে যে'তে পথ মাঝে কোথা হবে শেষ।

আমি ত রয়েছি পাছে, তুমি চল আগে,
মধু মাখা কোন্ নাম বুকে জাগে অভিরাম,
কি মধুর যাত্রা! এতে আলোক কি লাগে?

তপসী উমা

(ছদ্মবেশী মহাদেবের নিকট সখী কর্ত্তৃক তাপসী উমার অবস্থা বর্ণন ।)

"সখী তদীয়া তমুবাচ বর্ণিনং, নিবোধ সাধো তবচেৎ কুতুহলম্ ।
যদর্থমম্ভোজ ।মবোষ্ণ বারণং কৃতং তপঃ সাধনমেতয়া বপুঃ ॥"

কুমারসম্ভব, পঞ্চমঃ সর্গঃ ।

মৃদুল কর-পরশ ভরে কোমলা যেই লতাটী
পড়ে গো নু'য়ে ধরায় মিশিতে ;
যতনে অতি বহিত বুকে গোপন তার কথাটী
দিত না তবু কখনো প্রকাশিতে ।
হাসিটি সদা থাকিত আগে মুরছি রাঙা অধরে,
রুচির তর কুসুম শয়নে,
মধুরতম জোছনা সম, সে শোভা এবে গতরে !
নাহি সে হাসি অধরে নয়নে !
স্থগিত অতি চপল গতি ক্রীড়াতে তার বিরতি,
সখীরা নাহি লভিত উমারে,
বিরলে বসি' শিখরী কোলে আঁকিয়া শিব মূরতি,
পূজিত নিতি কুসুম সম্ভারে ।
সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতিকা সমা শোভনা
তন্বী বালা জ্যোতিঃতে ভূষিতা ;
নিশীথ শেষ চন্দ্র সম এবে সে মনো লোভনা
ক্রমশঃ ক্ষীণা বরণ অসিতা ।

ছিলনা তার সে অনুরাগ কুসুম-চারু চয়নে,
গাঁথিতে হার বিবিধ গাঁথনে ;
বহিত কভু অশ্রু অহো ! তন্দ্রাহীন নয়নে ;
মত্ত সদা শঙ্কর সাধনে।
বিষম দশা নেহারি তার, জীবনোপমা উমারে
পাঠা'য়ে দিলা জনক জননী,
করিতে পতি যোগেশ শিবে ; কি কব যতী, তোমারে
কত যে সুখী হইলা সজনী !
রতন রুচি কুসুম সাজে রুচির তনু সে লতা
সাজিয়ে দিনু কত না হরষে,
মূর্ত্তিমতী সাধনা যেন ভেটিতে নিজ দেবতা,
চলিল ছুটে' কি সুখ লালসে।
স'পিতে গেল যতনে গাথা অক্ষঃ মালা বালিকা,
প্রণত হ'য়ে মহেশ চরণে,
কি দোষে হায় ! সে আশুতোষ ধরিল না সে মালিকা
ফিরিল সখী মরণ শরণে !
নয়নে ঝরে বিষাদ বারি হতাশে অভিমানিনী
কুসুম সাজ সলাজে খুলিয়া,
বল্কলেতে আবরি' তনু সাজিলা নবযোগিনী
বিলাস সব গেল সে ভুলিয়া !
মথিত হিয়া কোমলা বালা সে হ'তে গিরিশিখরে ;
ধেয়ান করে তাপস মহেশে ;
হেরিয়া তার মলিন মুখ মোদের হৃদি বিদরে
না জানি কবে পাবে সে প্রাণেশে !

ইন্দ্র আদি দিক্ পালেরে উচ্চ অভিলাষিণী
চাহে না কভু দয়িত লভিতে,
রূপের বশ নহে গো যতি! গিরিজা চারুহাসিনী
শিবেরে চাহে শ্মশানে সেবিতে।
অতনুশরে অটল যিনি দহিলা রোষ অনলে;
তনু সে তার কুসুমউপমা,
তাহারি ফুল শায়কে বিঁধি' অধীর হৃদি অবলে;
মলিন ত'ার অমল সুষমা!
সুধা'লে যদি সদয় চিতে কহ হে করি করুণা
হে যোগী! এই তাপসী বালারে,
পোহাবে কবে এ দুখনিশি আসিবে উষা অরুণা
স'পিব শিবে এ ফুল মালারে!
কাজল হারা উজল তার সজল তিন অ'াখিতে
মহেশে কবে দেখিবে চাহিয়া,
পালিত তার বিহগ কবে বসিয়া গিরি-শাখীতে
যুগল গাথা উঠিবে গাহিয়া।
কোমল তর কমল দলে আতপ তাপবারণে
করেছে মতি গিরিজা নিরাশে;
যাও গো কহি, লভিবে কবে ভুজগ ভূষা ধারণে.
জুড়াবে কবে পরাণ পিয়াসে!

মহাত্মা গান্ধী

তোমারে দেখিয়াছিনু রৌদ্রহীন প্রভাত আলোকে
জনপূর্ণ ধরণীতে, একা যেন স্বপ্নাবিষ্ট চোখে
নিঃসঙ্গ, উদাসী ;
যেন গো সর্ব্বস্বহারা,
বড় আত্মজন যারা,
তারাই করেছে তোমা যেন চিরন্তন পথবাসী !
বড় বেদনার মাঝে মুখ পানে দেখেছিনু চেয়ে ;
তাই কি করুণ রাগে বীণা মম উঠেছিল গেয়ে
দেখা তব পেয়ে !
দেখেছিনু মূর্ত্তি ধরে নিখিলের সকল ভাবনা
তোমার মলিন মুখে বিবর্জ্জিত সামান্য সান্ত্বনা,
স্নিগ্ধ স্নেহ ধারা !
যেন বন্ধন, বাসনা, ভয়,
মানিয়াছে পরাজয়,
(তব) তপঃ-শুষ্ক রূপ দেখি, প্রভাত সেদিন আলোহারা !
তুমি যেন দাঁড়াইলে শরীরি, হে বিশ্বের বিস্ময় !
চন্দ্র তারকার দীপ্তি সেদিন ছিল না নভোময়
স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময় !
একি তব দিব্য যাত্রা ! একি তব প্রাণ নিয়ে খেলা !!
দৃপ্ত মুখকান্তি ওই ধরণীরে করে অবহেলা
সুচির নির্ভয় !

তবু কক্ষে ভিক্ষা ঝুলি,
নলিন নয়ন তুলি,
যেদিকে তাকা'লে তুমি, দাতা মনে মানে পরাজয়!
কি জানি কি চাহ, বুঝি তাই শুধু ভাবি মনে মনে,
পথপ্রান্তে কৌতুহলী কত নেত্র চাহি ও আননে
এ মহা লগনে!
নৃপতি কাঞ্চন থালি হাতে লয়ে দাঁড়ায়ে সেদিন
রাজেন্দ্রানী ভাবে, বুকে কি হিল্লোল বহিছে নবীন
দেখিয়া ভিখারী!

কি তোমারে দিবে আনি
ভরিয়া ও ঝুলি খানি,
কি দিতে পারে ও-করে, তাই শুধু দেখিছে বিচারি!
ধূলি ভরা ধরা ওগো! এখানে সকলি বিমলিন;
তুমি যা চাহিবে, তাই ভেবে নৃপ বলে "আমি দীন!
দান-গর্ব্ব-হীন!"
প্রতি পদ ক্ষেপে তব ভাবে তুমি কি পার চাহিতে,
কি নাই তোমার ওগো, এ ধরার সরনী বাহিতে,
কিযে তুমি চাহ!

চিন্তার অতীত ধন,
যেই শক্তি প্রয়োজন,
চাহিলে দেবেন্দ্র দেবে তোমারে সে সুধার প্রবাহ!
আজ, ধরা বুঝি দেয় ধরা তোমার এ অপূর্ব্ব উৎসবে!
যা তুমি মাগি'ছ, ওগো সেনাপতি অহিংসা-আহবে!
হ'বে তাই হ'বে!

হবে ওগো, তাই হ'বে, কান পেতে শোনে ওই মন,
আকাশ কহিছে হাঁকি, মিটাবে ধরার প্রয়োজন—
এই মহা রণ!
কহিছে বিজলী আলো,
একালবৈশাখী ভালো!
ভালো ঝঞ্ঝা, ভালো ঝড়, ভালো এই বজ্রের গর্জ্জন!
হে চির পথিক, পথে ভালো ওগো, অশনি পতন!
সবি প্রয়োজন!

ভালবাসা নহে অপরাধ

নহে মরতের শুধু ভালাবাসা, নহে অপরাধ !
কবির স্বপনে দেখা সুগোপন মরমের সাধ ;
সে যে দেবতার পুণ্য স্নেহভরা শুভ আশীর্ব্বাদ,
অমরার অমৃত প্রসাদ !
অমূর্ত্তের মূর্ত্তি সে যে বিশ্ব-বিমোহন,
ধেয়ানের ধন !

সিন্ধুর মন্থনোদ্ভূতা মদালসা বিহ্বলা সুরারে
অসুরে লইল বরি' সাদরে সে ভ্রান্তি-বিধুরারে ;
তারপরে উঠিলেন লক্ষ্মীরূপে প্রেম শরীরিনী
পদক্ষেপে বাজায়ে কিঙ্কিণী ।
কা'রে দিল বরমালা সে বরাঙ্গী ? কে পুরুষোত্তম !
প্রেমিক প্রথম !
ভালবাসা সেই দিন সে আঁখি-ভঙ্গীতে
জনমিল সৃজন-ইঙ্গিতে !

রতন-পর্য্যঙ্কে পাতা মণিময় স্বপ্নশয্যা ছাড়ি'
ক্ষীরাব্ধির অঙ্ক হ'তে প্রেম ল'য়ে এল সুকুমারী ;
নলিননয়নকোণে ভালবাসা পড়িল ঝরিয়া,
মুকুতার মুরতি ধরিয়া,
সেই, অশ্রুবিন্দু স্নেহে সিন্ধু করিয়া চুম্বন,
অতুল্য সৃজন—

অমরাবতীর তরে দিল উপহার
সঞ্জীবনী সুধার ভাণ্ডার !
অমৃত লুকায়ে ছিল চঞ্চলার কনক-অঞ্চলে,
অনন্ত অতল গর্ভে দেবেন্দ্রের ঋষিশাপ ছলে ;
প্রেমসুধা-হারা স্বর্গ হয়েছিল ধূসর উষর
অহরহ কাঁদিত অন্তর,
নন্দন সে হ'য়েছিল বিজন কান্তার
বিহনে মন্দার ;
শুচি শান্ত স্মিত হাস্তে আবার নবীন
পারিজাত জাগিল সেদিন !

ইন্দিরার ইন্দুকান্তি নিরখিয়া ক্ষুব্ধ সিন্ধুতীর,
পুলকরোমাঞ্চছলে রাঙ্গা পদতলে জননীর—
উত্তপ্ত বালুকা ছেয়ে ফুটাইল কত না কমল,
কমলার প্রেমে নিরমল !
সহসা সৈকতভূমে হ'ল স্বয়ম্বরা,
কুমারী বাঞ্ছিতে দিতে ধরা !
কৌতুকে হাসিয়া শশী সে ভালে নির্ম্মল
শোভিল উজ্জ্বল !

আদিম প্রভাত হ'তে অনাদি অনন্তকাল ধ'রে
"ভালবাসি নাই আমি" কহিতে কে পারে দৃঢ়স্বরে ?
বৈরাগী সে মহাযোগী ডুবি' কা'র প্রেমের সায়রে
নীলকণ্ঠ বিষ পান ক'রে !
হিম-প্রিয়া-তনুখানি কণ্ঠলগ্ন তাঁরি
পরম ভিখারী ;

প্রেমের চরম সেই অৰ্দ্ধ-নারীশ্বর
মৃত্যুঞ্জয়ী দেবদেব হর !

ভালবাস, ভালবাস, ভালবাসা নহে অপরাধ,
প্রেম-নন্দনের স্বপ্ন, ইন্দ্রাণীর মনোমদ সাধ ।
মেঘমুক্ত নীলাম্বরে সে যে পূর্ণ পূর্ণিমার চাঁদ,
ভালবাসা দেবের প্রসাদ !
পোড়ায়ে পাবার সাধ প্রেমানল জ্বালি'
দাও শুধু ঢালি
অন্তর-সর্ব্বস্ব তব বাঞ্ছিতের পায়
পূর্ণ হও প্রেম-মহিমায় !

কামনা।

তার সে ফুলের বনে আমি যেন ফুল হই,
রূপেতে অপরাজেয় হয়ে যেন ফুটে রই।
কোরক জীবন হ'তে, পথিক নয়ন পথে,
নীরবে কহিব তারে "আমি তব পর নই;
নয়নে পড়িতে তব এখানে এভাবে রই।"
আমার সুবাস ল'য়ে হরষে বহিবে বায়,
দোলায়ে তাহার কেশ করি রোমাঞ্চিত কায়।
ফুটিয়া উঠিলে পরে প্রিয় তুলি নিবে করে;
কুসুম জনম মোর সফল হইবে তায়;
আনন্দে বিভোরা হ'য়ে লুটাব তার পায়।
দিলে দেবতার পায়ে, হরষে সেখানে থাকি,
"তোমারি" "তোমারি" আমি নীরবে কহিব ডাকি
নিরখিব আঁখি ভরে, কুসুম জীবন ধ'রে,
আমারে দেখিলে প্রিয় আর ফিরাবেনা আঁখি,
তোমারি-তোমারি-সথে যেভাবে যেরূপে থাকি।

ছায়া পথ।

১

ওগো ছায়াপথ!

পরিয়া মন্দার মালা, বুঝি সুরপুর বালা
এই পথ দিয়ে যায় গাহিবারে গীতি
মঞ্জীর মুখর পদে, দেখ বুঝি নিতি,
এই পথে যায় চলে বাসবের রথ,
তারকা রতন ছাওয়া ওগো ছায়া পথ!

২

ওগো ছায়াপথ!

হোথা বসি' কত কাল নিরখ' মেদিনী?
কত যুগ যুগান্তর, বিরাজিত নভোপর
হেরিছ সরসে হাসে ফুল্ল কুমুদিনী,
প্রেমের পবিত্র মূর্ত্তি মলিনা নলিনী।
কত বর্ষ দেখিতেছ এ মর জগত
নিত্য পরিবর্ত্তনশীল? ওগো ছায়া পথ।

৩

ওগো ছায়াপথ!

দেখেছ কি রঘুনাথে অতীত ত্রেতায়,
মধুর দণ্ডক বনে, অথবা অনুজ সনে

খুঁজিছেন চারুচন্দ্রমুখী বনিতায়?
শুনেছ কি, ফিরে যেতে যেতে অযোধ্যায়,
বলিছেন তাঁরে চাহি হাসিয়া ঈষৎ
"হের প্রিয়ে, সেতু মম যেন ছায়া পথ।"

৪

ওগো ছায়াপথ।

রূপসী উর্ব্বশী যবে, রতন নুপুর রবে,
মুখরিয়া সুরপুরি যেতে ছিল চলি,
তার পায়ে অর্জ্জুনরে নোয়াইবে বলি',
দেখেছ সে পদক্ষেপ, নৃত্যভঙ্গী বৎ
সত্য ত্রেতা দ্বাপরের সাক্ষী ছায়াপথ।

৫

কি ভঙ্গিতে নীলাম্বর প্রতি অঙ্গ ঘিরে!
যেতে এই পথ বেয়ে কি গান উঠিল গেয়ে
"রিনিকি ঝিনিকি" তার চরণ মঞ্জীরে,
রতন সম্ভারাবিতা বেষ্টি' রূপসীরে
গরবে ভাবিতেছিল, "কে হেন মহৎ
উপেক্ষিতে পারে রূপ!" ওগো ছায়াপথ।

৬

তুমি কিগো দেখে ছিলে ঐ খানে বসি,
যবে জিতেন্দ্রিয় নার প্রণমিয়া নত শির,

মাতৃ সম্ভাষণ করি ফিরা'ল উর্ব্বশী,
কি তীব্র সরম তা'র উঠিল উচ্ছ্বসি'
প্রতি পদ ক্ষেপে! হায়! ব্যর্থ মনোরথ-
রূপসীরে দেখেছিলে? ওগো ছায়াপথ!
যুগ যুগান্তের স্মৃতি উজ্জ্বল বিশদ,
ও বরাঙ্গে অঙ্কিত কি আছে ছায়াপথ?

অচেনা সুহৃদ্।

১

কেগো আমায় ডাকে!
হাওয়ার মতন,
না জানি কোন্
কুঞ্জবনে থাকে।
ডাক্‌লে ত তার
পাইনা সাড়া,
কে উদাসীন
এমন ধারা,
রয়না দূরে,
পাছে ঘুরে,
জড়ায় মায়ার পাকে,
নিরালা কোন্
নিলয় থেকে
কেগো আমায় ডাকে।

২

'নাই সে কাছে'
'নাই সে কাছে'
ভাবি যখন তা'রে,
কে মনে, নবীন রবির
কিরণ মাঝে
দেখায় আপনারে।
সহসা, মেঘ ভাঙ্গা
জোছনার মত,
এসে, ভাঙ্গে আমার
মৌন ব্রত,
বিশ্ব প্লাবন
কে সে আমার
[illegible] কোথায় থাকে।

কোথা হ'তে ছুটে এসে
আড়াল থেকে ডাকে।
আমি, মলিন মুখে ফিরাই আঁখি
যখন অভিমানে,
কাছে সে, ছায়ার মতন দাঁড়ায় কখন
কেউ তা নাহি জানে।
বারে বারে বাজায় সে বীণ,
"ক্ষণেক আমি নই উদাসীন"
লুকিয়ে কোন্ শেষ বরষার
ছিন্ন মেঘের ফাঁকে!
ভেবে' ভেবে' সারা হ'লাম
কে সে আমায় ডাকে!

বসন্তে স্মৃতি কাতরা

বসন্ত আসিল ফিরে, পিয়াত এলোনা আর ;
কত দিন ফুরাইবে আশা পথ চাওয়া তা'র।
শুকা'ল শিশির জল, তরল মুকুতা ফল,
কত দিন র'বে সখি, অভাগিনী রাধিকার,
পথ চাওয়া দু'টী চোখে অফুরাণ বারিধার।
আবার তেমনি করে' বসন্তে হাসিল ধরা,
লতা পাতা ফুলে ফলে সাজিল কি মনোহরা!
সেই কুলু কুলু কহি' প্রবাহিনী যায় বহি,
তার তীরে সেই পথ অশোক বকুল ঝরা,
ফুরা'ল যে সেথা নিতি মোর যাওয়া আসা করা।
ভুলিতে সে পারেনিক এ চোখের বারিধার,
রাজ্য সুখে শেল সম আমি যে রয়েছি তার।
সে যে দয়ালের শেষ, নাহি বিস্মৃতির লেশ
তার সে উদার বুকে ; জানি আমি প্রেম তার,
তোরা কি বুঝবি সখি, কি নিধি সে রাধিকার!
ফিরে এল দোল লীলা আবার বসন্ত সনে,
সে যুগের সেই কথা সখিরে, জাগে যে মনে।
এই যমুনার কূলে, ওই কদম্বের মূলে
আবির লইয়া করে দাঁড়ায়েছি তার সনে,
কি প্রেমের হোলি সখা খেলেছিল বৃন্দাবনে!

আজো সে আরক্তরাগে রাঙ্গিয়া আছে যে প্রাণ,
মনে পড়ে আজি সেই নিদারুণ অভিমান।
যার তরে পায়ে ধরি, লুটাল প্রাণের হরি,
কহিল কাতর কণ্ঠে "মান ভিক্ষা কর দান!"
কূলে কূলে প্রবাহিনী নূপুর নিক্কণ জিনি
বলেছিল, "ক্ষম রাধে, রাখ রমণীর মান"
গলিল না টলিল না, তবু এ পাষাণ প্রাণ!
সুদূর মথুরাপুরে আজি এ মধুর রাতে,
বুঝি তার সুখ নাই, রসি প্রেয়সীর সাথে।
বুঝি স্মরি অভাগীরে, ভাসিছে সে আঁখি নীরে,
বুঝি তার নাহি নিদ নীলিম নয়ন পাতে,
ভাবে মোর দীর্ঘশ্বাস বাসন্তী সুরভি বাতে!
ভুলিয়ে এ ব্রজপুরী যদি সথা সুখ পায়,
রাজকাজে ভুলে যেন অভাগিনী গোপিকায়।
কঠোর কর্ত্তব্য তারে, নিয়েছে যমুনা পারে,
আজি বুঝি মোরে ভাবি সখিরে, সে মুরছায়।
এ জোছনা সমাকুল নিশীথিনী, ফোটা ফুল,
তার কাছে বিষ মাখা বুঝি সখি, হায় হায়!
ছুটে গিয়ে একবার কেমনে হাসাব তায়!
অভাগীরে একবার দেখিলে নয়ন খুলি,
এত দিবসের ব্যথা তিলেকে সে যেত ভুলি'।
ভুলে যেত রাজকাজ, খুলে ফেলে রাজসাজ,
বলিত সে "চূড়া সখি, দে আবার শিরে তুলি,"
মুছায়ে দিতাম আঁখি এ নীল নিচোল খুলি।

আমার মতন ব্যথা কে আর দিয়াছে তা'রে
তবু সে ভুলেনি আজো সেই মান, অশ্রুধারে।
রাধার জীবন নিধি, তারে যে গড়েছে বিধি
রাধার মতন সখি, কে আদর করে তা'রে।
কে তোরা বলিবি বল, হেন বঁধু ভুলিবারে!

চাঁপার পূর্ব্বকাহিনী

কোন্ শান্ত বসন্তের তন্দ্রাময়ী মধুর সন্ধ্যায়
হে চম্পা রূপসী,
বৃন্তচ্যুত পুষ্প সম স্বর্গচ্যুত হয়ে এ ধরায়
পড়েছিলে খসি ?
হে সুরসুন্দরী ধন্যা, ত্রিদিবের শাপভ্রষ্টা অয়ি,
নাহি জানি আজ,
কোন্ অপরাধে তব, হেন দণ্ড, হে মাধুর্য্যময়ি !
দিল দেবরাজ !
বুঝি কোন্ দীপ্ত প্রাতে পেয়েছিলে নৃত্য-নিমন্ত্রণ
দেবের সভায়;
আপন যৌবন-গর্ব্বে সে দিন কি করনি পূজন,
ইষ্ট দেবতায় !
অবশেষে সন্ধ্যাকালে পদে দিলে মঞ্জীর মুখর
সর্ব্বাঙ্গে ভূষণ,
উজলিয়া দেবসভা লীলায়িত গমন মন্থর
দিলে দরশন,
দেখেছিলে সেথা বুঝি তপঃক্লিষ্ট কোন মহা যতী
প্রশান্ত গম্ভীর,
সে যেন জ্যোছনা ধৌত, হিমাচল মহান্ মুরতি
যোগযুক্ত স্থির !

নিরখিয়া, অলক্ষিতে বুঝি তব এসেছিল হাসি
অদৃষ্টের ছলে,
"আজন্ম তাপস, মম এ কোমল সৌন্দর্য্যের রাশি
বুঝিবে কি" বলে?
অমনি ধ্বনিল বুঝি আকাশ-সম্ভবা মহাবাণী
"আরে পাপীয়সি,
অহঙ্কারে আপনারে ভেবেছিস্ সৌন্দর্য্যের রাণী
অতুল্যারূপসী,
জন্ম লহ মর্ত্ত্যতলে. রৌদ্র-তপ্ত নিদাঘ-দিবসে
এই ঋষিসম
দগ্ধ হোক্ সৌরকরে— তোর ঘৃণ্য অহঙ্কার-বশে—
কান্তি মনোরম।"
অমনি, লুটায়ে পাড়লে বুঝি সকাতরে সুরেশের পায়
ক্ষমা-ভিক্ষা তরে,
ম্লান হয়ে গেল অঙ্গ মুহূর্ত্ত মাঝারে বুঝি হায়!
কি আশঙ্কা ভরে!
অভাগিনী! পাইলে না কারো কাছে করুণার কণা
অদৃষ্টের ফল!
(স্বপ্ন যেন) নিমেষেতে সহিবারে নিদাঘ-যাতনা
এলে ধরাতল।
ঋষির করুণা-বলে দশমাস স্বর্গবাসী তুমি
হে বরবর্ণিনি,
গাহিয়া করুণ গীতি, মাতাইয়া দাও স্বর্গভূমি
ত্রিদিব-মোহিনী!

গাও বুঝি মৃদু কণ্ঠে, তোমার সে মরুত-প্রবাস,
তপস্যার গান,
কেমনে বিতর তব তীব্র গন্ধ, ব্যথিত, উদাস
ওগো দীর্ণ প্রাণ!
নহ তুমি আমাদের মর্ত্ত্যবাসী কুসুমের মত
কান্তি মনোহারী ;
মৃদু সুমধুর বাস, পদ্ম সম নহে সুসংযত
সৌন্দর্য্য তোমারি ;
উগ্র দীপ্তি, উগ্র গন্ধ, প্রাণ যেন বেদনা-কাতর
হে দিব-প্রেয়সি!
ক্লান্ত করে দগ্ধ তব অমন সোনার কলেবর
চম্পা, হে রূপসি!

দুর্গোৎসব।

কোথা হ'তে আজ, নিখিল ভাসাল
এ নব হরষ বস্থা !
যৌবন ভরা শ্যামলা প্রকৃতি
সে প্লাবনে যেন বিবশা !
আজি, একি এ মহান্ দৃশ্য,
কার' গুণ গাথা গাহে বিশ্ব,
পূর্ণা তটিনী আজি গো কাহার
চরণ পরশ-সরসা !
কাহারে পূজিতে অর্ঘ্য সাজায়ে
পূজারিণী-ধরা বিবশা !
অনলে ওই যে আপনা সঁপিয়া
অগুরু বিলায় সুরভি,
কাহার কণ্ঠে মাল্য হইতে
ঝরিছে গরবী করবী !
আজ, কুসুমে নব সুগন্ধ
মর, ভুবনে একি আনন্দ !
বন্দনা রচে মধুর ছন্দে
ওগো মা ! তোমারি সুকবি,
দিকে দিকে আজ নব জাগরণ
ধূপ ধূমে নব সুরভি !

মাগো, শিহরে পুলকে কদম্ব মরি!
স্মরিয়া ও পদ লাবণি!
অশ্রুতে ভাসি শিরীষ শেফালি
নীরবে চুমিছে অবনী!
আজ, একি এ দীপ্তি আকাশে,
তোর. আগমনী বাজে বাতাসে,
কোন্ অপ্সরী খুলিল গো তরী
আজিকে সলিল বিলাসে,
কিমন্ত্রে আজি জাগিয়া ভাবত
চাহিছে ব্যাকুল চাহনি!
নিখিল ভাসাল মাগো তোরি রাঙ্গা
পদ নখকণ লাবণি!

সন্ধ্যার ছবি।

এম্‌নি ক'রে আঁক্‌ দেখি ভাই!
একটা চিত্রপট,
এম্‌নি তরল সবুজ রেখা
ঝাউ আর অশথবট।
আঁক দেখিয়ে সন্ধ্যা বেলা
গাছের উপর মেঘের খেলা,
রঙের তারে বেজে উঠুক
নীরব ছায়ানট,
ভাল ক'রে চেয়ে আজ্‌কে
আঁক্‌ দেখি একপট।
ওই যে, ধেয়ান ধরা গাছের শিরে
বিরহীদের মত,
সূর্য্যদেবের সহস্রাংশু
আছে মূর্চ্ছিত!
মেঘের 'পরে হেলিয়ে তনু
দেখ্‌ছে ওপার ইন্দ্রধনু,
এঁকেনে আজ অম্‌নিতর
রঙের খেলা যত,
রক্ত নীলের সম্মিলনে
ঢেউএর মাথা শত।

মরুর মত কঠোরতর
উষর আমার হিয়া
যা' দেখে আজ সরস সজল,
গিয়াছে দরবিয়া,
এমনি তরই যুগ যুগান্ত
সিন্দুর ঢালা গগন প্রান্ত
যেন, নীলাম্বরীর পাড় এঁকেছে
সোনালি রং দিয়া
বিশ্ব রাণীর আঁচল খানি
উঠ্‌চে ঝলকিয়া!
শিউলি ফুলের গন্ধ ছড়াও
চারু চিত্র পটে,
এমনি তর প্রাণ কাড়া ঢেউ
আছ্‌ড়ে পড়ুক তটে!
নদীর বুকে রঙ্গীন আলো,
ঘনিয়ে আসে একটু কালো,
ক্রমে দূরের শ্যামল ছায়ে
অশথে আর বটে;
মুখর কর চিত্র তোমার
নীরব ছায়া নটে!

বায়ু ও দীপ

বায়ু গর্জ্জি কহে, "দীপ, নিবাই তোমায়?"
দীপ বলে, "বিন্দু মাত্র খেদ নাহি তায়।
দুঃখ শুধু, গৃহস্থের গৃহ দীনতম,
দগ্ধ করে যবে সুখে, লোল জিহ্বা মম;
সে প্রবল দাহনের তুমিই সহায়,
আজি ক্ষীণ দীপ্ত আমি, নিবাও আমায়।"
বায়ু কয়, "জগতের এই ত নিয়ম,
প্রকাশে দীনের কাছে যত পরাক্রম,
গৃহদাহে আমি তব সহায় প্রবল,
নিবাই যখন তুমি গৃহীর সম্বল!"

ভুলাও।

ভুলাও, ভুলাও, এই বেদনা প্রচুর,
"আমারে ছাড়িয়া তুমি আছ বহু দূর।"
বাতাসে আসুক ভাসি সুরভি নিশ্বাস,
সীমার মাঝারে কর অসীমে বিকাশ!
আপনা হারাক সীমা অসীমের মাঝে
শুনি, অসীমের সুর সীমাতেই বাজে।

শূন্য গোকুলে।

গোপালহারা গোকুল মম
দেখিতে কেহ এস না আর।
আসিলে হেথা হেরিবে শুধু
নীরবে বহা নয়নাসার।
নাহি সে সুখ নাহি সে হাসি,
প্রভাতে সাঁজে বাজে না বাঁশী,
আসে না সুখ সরসে ভাসি
নিত্য ক্রীড়া-সাথীরা তা'র।
উছল নীল যমুনা জলে,

লহর-লীলা আর না চলে,
শীকরবাহী সমীরে ভাসি
আসে না মধু হাসিটী তার।
জোয়ার আনে যমুনা নীরে
মিলিয়া সদা নয়ন ধার।

(২)

গোপালে হারা আঁধার পুরে
দেখিতে কি হে আসিলে আর
হৃদয়ে ধরি দুখের স্মৃতি,
আসে যে ঊষা আসিত নিতি,
কেহ, স্বপন ভাঙ্গা নয়ন রাঙ্গা
জড়ায়ে গলা ধরে না মা'র।
"দেগো মা, মোরে নবনী হাতে,
আশীষ তোর দেগো মা মাথে,
আকুল হৃদি দেখো মা সাথে
পথেতে রাখি আঁখি তোমার।"
কহে না কেহ এ যশোদারে
ঢালিতে সুধা এ চিতে হায়!

(৩)

শিঙ্গার সাথে বাজে না বেণু
কবল ত্যজি ব্যাকুল ধেনু

"কোথারে কানু কোথারে কানু"
সতত ওঠে এ হাহাকার!
সকল ঘরে দুয়ার খোলা
যতনে আছে নবনী তোলা,
কখন্ আসে সে মনভোলা
রোধে না কেহ রোধে না দ্বার
আসিয়া যদি যায় গো ফিরে,
গোপীর বুকে সহিবে কিরে,
পাষাণ—হারে পাষাণে গড়া,
(তাই) জীবন আজো আছেরে মার!
গোপালহারা গোকুলে মম
এস না কেহ এস না আর!

(৪)

কি মধুভরা মথুরা ওরে
লেগেছে ভাল ননীচোরার।
দিব না আর পাঁচনি হাতে,
দিব গো কয়ে গোকুল নাথে,
আর সে "বাধা" দিবে না মাথে,
কে আছে আর কে আছে তার!
সবে যে ধন সে নীলমণি!
সে মণিহারা গোকুল ফণি
অশেক তারে নয়ন আড়ে
ধরণী যে গো ঘোর আঁধার!

অবোধ মন কি সুখ আসে
না জানি গেছে মথুরা বাসে।
গোকুলে নাই কি সুখ—কেবা
সুধাবে তারে এ সমাচার!
বাছনি মম! যাদুরে মোর,
আয় গো ফিরে একটিবার·

দয়াল দেব।

নিবিড়তর তিমির ছায়
বসিয়া ছিনু একেলা,
লাগেনি ভাল, জগৎ জুড়ে,
চলিছে সদা যে খেলা।

দেখিনু, গোলাপ কলি নীরবে ফুটে
কোমল তা'র অধর পুটে,
মাধুরী ভরা হাসিটী সনে
জড়ান কার মমতা
নীহার নীরে সেজেছে স্মরি
কাহার প্রেম বারতা।
সহসা শীত সমীর আজ
পরাণহরা উদাসে
কাহার বাণী ঘোষিল জানি
আপনা-হারা উছাসে।
আকুল বায়ে অলকগুলি
বাঁধন হ'তে পড়িল খুলি,
শিহরি উঠে এদেহকার
মধুরতর পরশে,
হৃদয় যেন ছাপিয়া উঠে
নদীরই মত হরষে।

জীবন কূলে দাঁড়িয়ে মম
ভুলিয়া জানি কি ভুলে'
আমারে পাশে ডাকিল কে' সে
মধুরে—অতি মৃদুলে।
ভুলিয়ে দিল অলস চিন্
ভুলিয়ে দিল আমি কি দীন,
ভুলিয়ে দিল ভাঙ্গা এ বীণ্
ভাসাল কোন্ অকূলে,
ভুলিয়ে দিল ছিন্নহার
শুকিয়ে গেছে "মুকুলে"!
দেখিনু চেয়ে উদাস দিঠি
আকাশ পানে তুলিয়া,
অচেনা কা'র কিরণমালা
মিলিয়ে যায় ছুলিয়া!
নীলিম কা'র চরণখানি
ঢাকিছে নিশা আঁচল টানি'
সদাজাগর তারকা আঁখি
রয়েছে কে সে খুলিয়া,
নীরব স্বরে বলে সে গেল,
"আমারে ছিলে ভুলিয়া!"
কাহার লাগি নিদ্রাহীন
জাগিয়ে নিশি যাপনা
কাহার লাগি বিফল ওরে
সকল ভয় ভাবনা!

আমি কি দীন! কি অক্ষম!
দেবতা মম কি নিরুপম
জাগিয়া উঠে হিয়ার মাঝে
আজি কি পূত কামনা,
পরশি মৃদু অলস জনে
কি মহা সাধ জাগাল মনে,
ভুলিয়াছিনু সরিয়াছিনু
দিলনা তবু বেদনা;
চরণে তা'র টানিল তবু
ভুলায়ে ভয় ভাবনা

নির্ব্বাক্।

ভাব যবে আকুলি ব্যাকুলি
আপনারে প্রকাশিতে চায়;
প্রাণ সেথা পায় নাক কথা
ভাষা হায়, মৌন হ'য়ে যায়!
যজ্ঞ অগ্নি উঠেছে জ্বলিয়া
হোম ধূমে ব্যাপ্ত-দিক্ দশ,
স্তরে স্তরে উর্দ্ধে উঠে যায়
পূত গন্ধে সমীর সরস!
ঋত্বিকে'র কণ্ঠ সুনীরব;
ভাষা-হীন আহুতি সাজায়ে,
'হোতা' যেগো, বেদ-পীঠ' পরে
কৃতাঞ্জলি রয়েছে দাঁড়ায়ে!
হাতে নিয়ে তার বাঁধা বীণ,
বাদন-নিপুনা অপসরা,
কি ভাবে বসিয়া উদাসীনা,
সুর তারে দেয় নাক ধরা!
সারা পথ আকুল উছাসে
কল কলে করি কত গান,
সাগরে পড়িয়া স্রোতস্বিনী
ভুলে গেছে প্রাণ-হারা তান!

প্রাণ চাহে অসীমের মাঝে
আপনারে দিতে ডুবাইয়া,
কি ভাবে করিবে আবাহন,
তাই সে ফেলেছে হারাইয়া।
অনন্তের একটী কনিকা
বারেক যে পেয়েছে সন্ধান,
জগতের শেষহীন কথা
তা'র স্তব্ধ মৌনের সমান।

প্রার্থনা।

প্রভু,

নীরব মম, বীণার তারে, তুলিয়া দেহ সুর,
দাওগো তা'রে তোমারি গানে, করিয়া ভরপুর,
তন্ত্রী যদি, যায় গো ছিঁড়ে,
বাঁধিয়া তারে দাও গো ফিরে,
করুণাকণা, পাইলে তব, বাজিবে সুমধুর।
গেয়েছি শুধু আশার গীতি,
তোমার কাছে চাহি যে প্রীতি,
(যদি) পরাণে থাকে, গরবকণা, আঘাতে কর চূর;
সখা হে, তব অতুল স্নেহে,
আলোক দিয়া আঁধার গেহে,
জীবন দেহ, এ মৃত দেহে, জড়তা করি দূর,
নীরব মম বীণার তারে তুলিয়া দেহ সুর।

নির্লজ্জের নিবেদন।

কেহ বা "কুটিল" কহে কেহ বা "সরল,"
কেহ কহে "মুখে ভাল, মনে ভরা ছল।"
কেহ কহে "অহঙ্কারী" কেহ "লজ্জাহীন,"
বিবিধ বর্ণনা মোর শুনি প্রতিদিন।
তুমি জান, মোর ভাল মন্দের বিভব,
যা দিয়েছ, আছি আমি নিয়ে তাই সব;
নির্লজ্জের নাহি লজ্জা নিন্দা তিরস্কারে,
স্মৃতির ঐশ্বর্য্য টুকু দাও যদি তারে।

প্রতিদান।

তব তরে যেবা করে কণ্টক চয়ন,
তুমি তারে দাও ফুল্ল কুসুম শোভন।
তোমার সে দান র'বে হাসি ভরা ফুল,
কাঁটা তার হ'য়ে রবে স্মৃতিপথে শূল।
দুঃখ যেই দেয় তোমা, তুমি সুখ দাও,
হিংস্রকেরে হাসিমুখে আনন্দ বিলাও।

সৃষ্টি বৈচিত্র্য ।

নিশীথের অন্ধকার মাঝে,
প্রভাতের আলোক ঘুমায়।
ক্রীড়ারতা বালিকাতে যথা,
মাতৃমূর্ত্তি সদা শোভা পায়।
জগতের হাসির মাঝারে,
বিষাদের ক্রন্দনের গান।
বিনাশেতে সৃষ্টির অঙ্কুর,
বিধাতার অপূর্ব্ব বিধান।
নীলানন্ত লবণাম্বুতলে,
শুক্তিগর্ভে জন্ম মুকুতায়।।
নরেশের কিরীট ভূষণ
মণি হাসে খনিতে আঁধার।
তপ্ত রবি রশ্মি ধরি বুকে,
জ্যোৎস্না সুধা দেন হিমকর।
পঙ্কে জন্মে পঙ্কজ সুষমা,
বসুধায় বৈচিত্র্য সুন্দর।
তা হ'তেও আশ্চর্য্য সৃজন,
আমার এ ভাল মন্দ সব—
তোমারি যে বিচিত্র স্বরূপ,
আমি তব বিশ্বেতে সম্ভব।।

বিজয়া-মিলনে

স্বাগত এ সম্ভোমেষ— মুক্ত নীলাম্বর তলে
"বিজয়া-মিলন !"
স্বাগত এ বাণী পীঠে সমাগত গুণী জ্ঞানী
মনীষি সুজন !
শক্তি পীঠ বাঙ্গালায় দশভূজা পূজা শেষে
বিজয়া দশমী,
গোলে কি মিলন তান আকাশ বাতাস ছেয়ে !
মাতৃ পদে নমি'
ভুলি সব ভেদাভেদ কোরাণ, পুরাণ বেদ
শুধু আলিঙ্গন
জ্বালোগো প্রীতির বাতি আজ যে আনন্দ রাতি
কেবল মিলন !
নিভ' নিভ' যত জ্যোতিঃ পুলকে উঠুক ভরি'
নব শিহরণে
শিহরি উঠুক হিয়া শেফালি সুরভি ভরা
মধু সমীরণে।
বোধন হ'য়েছে শেষ শেষ যে গো মহাপূজা
আজি বিসর্জন,
কানে যেন ভেসে আসে কোথা হ'তে বাঁশরীর
করুণ ক্রন্দন।

উথলি উছলি ওঠে স্নেহের কাঙ্গালী চির
বাঙ্গালির হিয়া
উঠে সে তরঙ্গাঘাতে মথিয়া অন্তর-সিন্ধু
প্রীতির অমিয়া।
ওগো মহাকাল! ওগো জন-গণ-ভাগ্য-ধাতা!
তব পদতলে
মৌন শত শত হিয়া আজ এ আশীষ মাগি
ভাসি অশ্রু জলে
এই যে স্পন্দন টুকু জাগিতেছে ধুক্‌ ধুক্‌
এই আলোড়ন,
জাগাও বাড়াও আরো, তোমারি ময়ম ভঙ্গী
জড়ের জীবন।
দুলিয়া দুলিয়া কাঁপি' উঠুক হে থাকি' থাকি'
ভারত চেতন।
পাপ পুণ্য সুরাসুরে আবার সুধার তরে
করুক মন্থন,
না হয়ে উঠিবে জ্বালা তরল গরল ঢালা
সেও যে রে ভালো—
চির আঁধারের চেয়ে ভালো কালবৈশাখীর
বিজলীর আলো!
সহিবে সে বিষধারা নীলকণ্ঠ এই জাতি
আশা বদ্ধ মনে—
"আসিবে গো এ মন্থনে শক্তি-সুধা বিধাতার
আশীর্ব্বাদ সনে।

যথা সেই পুণ্যপ্রাতে অনাদি আদিম কালে
ক্ষীরোদ মন্থনে
উদিল কমলাসনা কমলা অমলাননা
সুধাভাণ্ড সনে।
সে সুধা অঞ্জলি ভরি' পুনরায় পান করি
নিত্য মৃত দেশ,
পাবে নব অমরত্ব লভিবে শঙ্করী সেবি
কল্যাণ অশেষ।
আজ বিজয়ার গান, কি আবেশে ছায় প্রাণ
সুখ স্বপ্নঘোর।
আসিবে আসিবে ফিরে সেইদিন ভারতের
প্রাণে জাগে মোর।
সুদূর প্রবাসে বসি স্বপ্নমুগ্ধাবঙ্গবধূ
মাগে এই বর
শক্তি, ভক্তি, মুক্তি, সত্য সাধনে উঠুক ভরি
বাঙ্গালীর ঘর।
সত্য হোক্ এ স্বপন, মধু হোক্ এ মিলন,
অটুট বাঁধনে
বাঁধ প্রাণে প্রাণে ভাই ভাই ভাই এক ঠাঁই
প্রেম-সম্মেলনে।

অগ্নি বরণে।

তোমার কোলে হে হুতাশন,
এমন মধু ঢালা ॥
যেথায় গেলে এ জগতের
জুড়ায় এত জ্বালা !
নিন্দা যাদের ঘরে পরে
মুচ্ছা যায় গো ফুলের ভরে,
তোমার বুকে ছুটেছে আজ
সেই বাঙ্গালীর বালা।
লোহিত বরণ ওগো মরণ !
নিয়ে বরণ মালা !
পথ ভুলে আজ বাংলা মায়ের
স্নেহের কাঙ্গাল মেয়ে,
না জানি গো চলেছে ওই
কিসের আভাস পেয়ে !
বুঝিয়ে আর মনের মতন
পায়না হেথায় আদর যতন,
বুক ভরেছে অভিমানে
দেখ্‌বে না আর চেয়ে;
অনলে তাই অঙ্গ ঢায়ে
আজ বাঙ্গালীর মেয়ে !

এ নয়ত সেই ইতিহাসের
পুণ্য "জহর ব্রত"
মানের তরে মরণ শরণ
রাজপুত্‌নীর মত।
যেই রমণীর হৃদয় বলে
বাংলা আজো মহীতলে
দাঁড়িয়ে আছে; এ যে গো সেই
নারীর ধৈর্য্য হত!
অজ্ঞতার মূর্ত্তিদের এ
অপযশের ক্ষত!
এমনি করেই ওদের দেওয়া
যতই কঠিন দুখ,
হোক্‌না কেন সইতে হ'বে
যুগের পরে যুগ।
আঁধার ঘরে জ্বালিয়ে বাতি
থাক্‌গো বসে মায়ের জাতি!
বিলাসিতার, পঙ্কে যা'রা, পতন উন্মুখ
এই আলোতে তা'রাই ঘরে ফির্‌বে অধোমুখ।
তোমরা যদি বাম হও গো, ফিরাও করুণ আঁখি,
তোমরা যদি না ডাক গো মধুর স্নেহমাখি।
দুখের দিনে নত শিরে
কার কাছে গো আস্‌বে ফিরে,
উঠবে ঘরে, আকুল স্বরে কার নামটি ডাকি?
থাওগো নারী, ধৈর্য্য ধরি সেই সুদিনের লাগি।

খুল্‌বে এদের রুদ্ধ নয়ন দেখে আলোর শিখা,
বুঝবে "পণের" তরেই মেয়ে বিষম বিভীষিকা!
এদের কাছে চাওগো ভিক্ষা
করযোড়ে নারীর শিক্ষা,
মর্‌বে না আর মেয়ে পুড়ে' তাদের সাধন শিখা,
জ্ঞান মিহিরে নারীর বুকে ঘুচবে কুহেলিকা।

তুমি

বিপদ যখন ঘনিয়ে আসে মেঘের মত আঁধার ক'রে,
দুরদৃষ্টের কষাঘাতে ব্যথায় যখন হৃদয় ভরে।
আমার মৃদু মধুর ভাবে
ছুটে গিয়ে সুহৃদ পাশে
ফিরি যখন হতাশ্বাসে
আমার শূন্য ঘরে ;
তুমিই তখন দাওগো অভয়, মুছাও আঁখি যত্ন ক'রে,
সুখে যখন আত্মহারা স্বজন ভরা আপন বাসে,
উজল কর ধন্য কর, স্নিগ্ধ তোমার দয়ার হাসে ;
(আমার,) সকল গর্ব্ব আড়াল করে,
দাঁড়াও তুমি হর্ষ ভরে,
দর্পহারী নামটী তোমার
জানাও তোমার দাসের দাসে,
বিপদকালে বিপদবরণ ! সুখময় হে, সুখের বাসে।
দাও হে আমার নীরস হিয়া নয়ন জলে সরস ক'রে,
আঁধার পথে দয়াল হরি, তুমিই আমার ধর করে,
জীবন প্রদীপ তুমিই জ্বালো,
তুমিই তাতে আলোক ঢালো,
তোমার জ্যোতিঃ তোমার ভবে,
দিব আমি হরষ ভরে,
সকল সুখে সকল দুখে, থাক তুমি ধন্য করে।

আমার স্বর্গ।

১

যেথায় তোমার নিবাস সখে,
নিত্য যেথায় সংগো ভুমি,
স্বর্গ-সে কোন্ সুদূর পুরে
সেইত আমার স্বর্গ ভূমি।

২

নিত্য যেথায় দুর্ব্বাশিরে
পড়ে তোমার পায়ের ধূলো,
সেইত আমার দেহের ভূষণ
কাজ কি রতন মাণিক গুলো।

৩

আনন্দ আর আশায় ভরা
তোমার দুটী চোখের তারা
যে দিকে চায় আমায় জড়ায়
ঢালে হর্ষ-আলোক ধারা।

৪

তোমার চোখের প্রেমাশ্রু জল
যেদিন আমার শিরে ধরি,
গৌরবেতে পরাণ ভরে
(যেন) রাণীর কিরীট মাথায় পরি।

৫

রোমাঞ্চিত করে শরীর—
সুরভি ওই নাসার নিশ্বাস।
পারিজাতের গন্ধ বহা—
সেইত আমার দখিণ বাতাস।

৬

তোমার প্রেমের গঙ্গাজলে
নিত্য আমি সিনান করি,
তাইতে আমি শুচি হই হে
বিনা গঙ্গা গোদাবরী।

৭

তোমার কণ্ঠে ঝঙ্কারিয়া
উঠবে সেথায় সেতার বীণা।
তোমার সুখের একটী কথায়
বেদ শুনিছে উদাসীনা।

৮

বিশ্বভোলা পাগল আমি
ভুলে গেছি আমি তুমি।
চাইনা আমি তোমা ছাড়া
সুদূরের সেই স্বর্গ ভূমি।

আশা।

আমি আশা ভয়ে বসে আছি সখে,
আমার হৃদয়-রাজীবে
হে করুণাময়! একদা তোমার
চরণ চিহ্ন সাজিবে।
তোমার সে মহা করুণার চিন্
সাথী হয়ে মোর রবে নিশি দিন,
যে সুরেই বাঁধি মোর হৃদি বীণ্
তোমারি কাহিনী বাজিবে।
করুণা-অরুণ পরশ পাইয়া,
হৃদি শতদল উঠিবে ফুটিয়া,
সব পাপ তাপ মুক্ত হইয়া
আনন্দ চিতে রাজিবে।
ব্যর্থ করোনা নিরাশের আশ,
মূকের কাহিনী কাঙ্গালের ভাষ,
শব্দ মুখর বিশ্ব কবে গো,
তোমার বার্ত্তা গাহিবে;
কবে গো তোমার চরণ চিহ্ন
আমার হৃদয়ে রাজিবে।

অতিথি।

কে গো আমার দ্বারে!
অনেক দিনের পরেরে আজ, শিকল ধরে নাড়ে।
যুদ্ধ করি হিয়ার সনে, দুয়ার রুধি' আপন মনে,
ছিলাম আমি পাসরিয়া সাধের বসুধারে,
কে এলে আজ এমন করে, ডাকচ টেনে
কুলুপ ধরে,
নিমেষেতে হয়তে আমার অবসাদের ভারে
কত কালের পরে কে আজ এলে আমার দ্বারে!
আমার গোপন হৃদয়খানি নীরব গৃহ মাঝে
বন্ধ করে রেখেছিলাম শতেক ঘরের কাজে।
আলো বাতাস ছিলাম ভুলে,' সাধের বীণার
তন্ত্রী ভুলে,
শুনতে কে তার পাগল গাথা এলে আমার কাছে,
মেঘের বেড়া ঘেরা আমার ভগ্ন কুটীর মাঝে।
শিকলে আজ বাজালে কোন দেবের আবাহন,
মিলায়ে তায় গগন ভরা মেঘের গরজন!
ওই চপলার চমক সনে, চকিতে যে জাগ্‌চে মনে
শোভায় ভরা বিশাল ধরা; ঢালচে দু'নয়ন
প্রাণ গলান অশ্রুধারা, বাঁধন খোলা আত্মহারা,
এস তুমি এ দুর্দ্দিনে দেবের আবাহন।
মুক্তিনব, দীপ্তি নব, নবীন জাগরণ।

দিন শেষের পূজা।

ওগো, "আসি আসি" বলে' দিন গেল চলে'
আজি আসিয়াছি দ্বারে,
তোমা, পূজিবার তরে বড় আশা ক'রে
নিবিড় অন্ধকারে।
আজ, হয়ে গিয়েছিল ভুল,
আমি, তুলি 'নি' পূজার ফুল,
শেষে, মলিন দুকূলে ঝরা ফুল তুলে'
ধুয়ে,' এনেছি নয়নাসারে
ব্যাকুলিত হিয়া আলয় ছাড়িয়া
এসেছি তোমার দ্বারে।
গাছে শেফালি পড়েছে ঝরে'
তবু, পরাণ উঠেছে ভরে,
গাথিনি মালিকা, তবু যবনিকা
যেন উঠে গেছে একেবারে;
আজ গভীর আঁধারে তুমি কি আমারে,
ডেকেছিলে বারে বারে?
আমি, গহন এ বনপথে
পথ ভুলি পদে পদে
কে দিলে গো আজ, ভুলাইয়া লাজ
লাঞ্ছিত চিত হ'তে!
কে ছিলে দাঁড়ায়ে দু'বাহু বাড়ায়ে
ডাকিয়া নিতে আমারে?

আসিতে নীরবে কে গো গৌরবে,
লইজে মুক্ত দ্বারে ?
আজ বিশ্বের যত বাধা,
আমি কিছুতে পড়িনি বাঁধা,
বুঝি, ব্যাকুল হিয়ার পুলক আমায়
নিয়েছে বিশ্ব পারে,
আমার পরাণ করেছে সিনান
সার্থকতার ধারে।

প্রেম-মূলে

যদি, তুলসীর মালা বক্ষে ধরিলে
দরশ মিলিত তা'র
তাহা হ'লে গলে দোলাতেম যে গো
তুলি তুলসীর ঝাড় ;
পাথর পূজিলে মহেশের পদ
মিলিত যদি গো, তবে
পাহাড় পূজিতে জগতে বল না
কুণ্ঠিত কেবা হ'বে ?
ভজনে পূজনে মেলেনা গো তারে
ফেরে সে যে প্রেম চেয়ে
শুধু প্রেম-মূলে যমুনারি কূলে
কিনেছে আহীর মেয়ে !

দস্যু।



ওগো দস্যু, এমনি ক'রেই
লুঠ করিতে হয়?
লুণ্ঠিত প্রাণ মুক্ত-কণ্ঠে
ঘোষে তোমার জয়!
এক কালের "আমার" যারা
আজ, তাদের মাঝেও "তোমার" সাড়া
সগৌরবে তারাই তোমার
বিজয়-নিশান বয়!
প্রাণের সকল দিকে তোমার
লুঠের পরিচয়!
আমার কুঞ্জবনের তরুলতা
ক'রচে কানাকানি
"এ যার হাতের লুঠের চিহ্ন
জানি গো তায় জানি।"
"আমার" বলার সকল কেড়ে
আমায় কেন দিলে ছেড়ে
পদপ্রান্তে রাখ মোরে
লও গো এবার টানি।
এমন লুঠ যে সইতে নারে
"আমির" অভিমানী!

দরশ মম সার ক'রেছে
তোমারি পথ চাওয়া;
স্পর্শশক্তি করিছে ধ্যান
ওই হাতের পরশ পাওয়া।
নীলোৎপলে মৃগমদ
যার সুবাসে গর্ব্ব হত,
নাসার আশা সেই সুরভি
ব'য়ে আনবে হাওয়া;
পিপাসু মোর শ্রুতির যে সাধ
স্বরের মধু পাওয়া!
লুঠ ক'রেছ ভাল দয়াল
লুঠ ক'রেছ ভাল!
সদয় করে বুকে একবার
সেই আলোটি জ্বালো,
যে মশালটি নিয়ে হাতে
এসেছিলে লুঠের রাতে
বারেক তোমার স্বরূপ-দেখা
দেখাবে সেই আলো;
না হয় তাতে হৃদয়-জোড়া
বাড়বে দাহ, আগুন-পোড়া;
তিলেক দেখার সুখের পরে
অনল জ্বালাই ঢালো;
রইবে স্মৃতি জনম-ভরা
সেও যে আমার ভালো!

ঝাঁপায়ে পড়।

(দেশবাসী যুবকবৃন্দের প্রতি
ভগ্নীর অনুরোধ।)

দেশেরে যদি জাগাতে চাও মানুষ গড় হে,
জীবন রণে মরণ পণে ঝাঁপায়ে পড় হে !
খুঁজোনে সুখ, খুঁজোনে আঁধা,
এড়ায়ে যাবে সকল বাধা।
দক্ষিণে মৃদু মলয়া ছাড়ি ঝঞ্ঝা বয় হে !
রুদ্রে খোঁজ শ্মশান মাঝে
চরণ তালে ডমরু বাজে।
খুঁজোনে' কোথা আবেশে নাচে মরণ-জয় হে !
যদি, বাঁচাতে চাও বাঁচিতে চাও অনা'সে মরহে

(২)

জগৎ যদি ডাকিয়ে বলে "কোথায় চলিলে ?"
বলো গো, "ওই পাগল করা সিন্ধু সলিলে !"
আশার মত সাগর তলে
উজল জ্যোতি মাণিক জ্বলে,
কহিবে ভীরু "মরণ পণে নাই বা লভিলে !"
লক্ষী যদি লভিতে চাহ
ডর'না তবে এ অবগাহ
জীবন তরে ভাবিয়া শুধু নিজেরে ছলিলে,
লাফায়ে পড় ঝাঁপায়ে পড় সিন্ধু সলিলে।

(৩)

বাজি'ছে ভেরী কিসের দেরী, কাহারে ডর হে!
চেও'না কারো মুখের পানে উঠিয়া পড় হে!
জীবন হেথা চাওহে যদি,
কিসের ক্ষোভ কিসের ক্ষতি,
দীপের মত পুড়িয়া নিজে তিমির হর হে!
আপনি ছুটে আসিবে শুভ,
ভাবিয়া মিছে ছেড়োনা ধ্রুব,
শবের বুকে সাধন রত শিবের বর' হে!

(৪)

কিসের ডর পিণাক রবে?
ভয়েরে জয় করিতে হ'বে,
বাঁধন হারা স্রোতের মত অকুলে পড়' হে!
ভাসায়ে দিয়ে পুরাণো খেদ
পড়িতে হবে নবীন বেদ,
এ নব যাগে, হে পুরোহিত, নূতন গড় হে,
উছল জল সাগর বুকে ঝাঁপায়ে পড় হে!

বর্ষ-বিদায়।

আমের মুকুলে চাঁপায় বকুলে
সুরভি ঢালিয়া দিয়া
বসন্ত আজও বসুধার কাছে
যায় নি, বিদায় নিয়া,
দক্ষিণে তাঁর নিশ্বাস বায়ে
কি নবীন সাজ ধরণীর কায়ে
উঠেছে ফুটিয়া; চমকিয়া তাই
দেখিছে মুগ্ধ হিয়া!
এরি মাঝে আজ পুরাণো সুহৃদ্
তুলিলে করুণ বিদায়ের গীত
পাপিয়ার সুরে চামেলি যে আজো
উঠিতেছে শিহরিয়া!
নূতন অতিথি দুয়ারে রাখিয়া,
চলিলে বিদায় নিয়া!
তুমি এসেছিলে অমরা হইতে
আমাদের মর দেশে
যৌবন নব প্রদানি ধরারে
ঈষৎ মধুর হেসে।
চির পরিচিত আত্মীয় সম,
নিমেষে হইলে অজ্ঞাতন্ডম!
নিতি সুখ, চির দুখের মাঝারে
তোমারে লভিনু শেষে;

তুমি দেখিয়াছ আমোদের হাসি
বড় বিষাদের অশ্রুর রাশি,
তুমি এসে দেখা দিয়াছিলে এক
দেব কুমারের বেশে,
হে মোর সুহৃদ আজিকে কেমনে
বিদায় দিবগো হেসে !
যে এসেছে আজি বাসন্তী এই
কুঞ্জ ভবন দ্বারে,
তোমার মধুর অনুভূতি সনে
তুমি দিয়ে যাও তারে !
যাও দেখাইয়া কে কোথা ব্যথিত,
কোণে বসে গাহে কল্পনার গীত,
শিখাও তোমারি মতন ভাসা'তে
সহানুভূতির ধারে !
যাবে যদি তুমি, সুলগনে তবে,
—অনিত্য সবই অনিত্য ভবে—
যাবে যদি আজি লইয়া বিদায়
অতীত স্মৃতির পারে,
লহ এ দীনের অভিনন্দন
অন্তিম উপহারে।

দেশের মাটীর টান।

(নাতির প্রতি ঠাকুর দাদা)

(১)

কেমন করে বুঝাব ভাই! দেশের মাটীর টান!
দেশ ছেড়ে' যে চাইনা যেতে,' নয়সে শুধুই ভান!
ভাবিস্‌না সে মিথ্যে কথা,
দুধঘি খাবার 'ছুতো নতা,'
এই বয়সে ছেলের কামাই, বড্ড যে সম্মান!
তবু, কিসের বাঁধন দিয়ে টানে
প্রাণ তা, আমার নাহি জানে,
টাট্‌কা মাখম মোটা 'সরেই' মুগ্ধ নয়রে প্রাণ
সবার সেরা সে যে আমার দেশের মাটীর টান।

(২)

'বাপ পিতেমর' ভিঁটে জুড়ে
ছিল একটা ভাঙ্গা কুঁড়ে,
আজ দিয়েছি দালান কোটা বাঁধা খাটলা খান;
লক্ষ্মী চান না অলস ভক্ত
জল করেছি দেহের রক্ত
তাইরে এমন পাকা পোক্ত মাথা গোঁজার স্থান
তুই কেমনে বুঝবি দাদু, কিসের এমন টান।

(৩)

কূপ মণ্ডুক, কূপে থেকে'
জীবন ভরে' তোদের লেগে
অনেক যুঝে গড়েছি তাই। এমন পরীস্থান,
ফুল ফুলাবি পেকে', গাছে
নয়ন লোভন ঝুলে আছে
আঁক্‌সি হাতে ঘুরিস হোথা সারা দিন মান
তাই দেখে যে তোদের 'দাদু' আহ্লাদে আটখান।

(৪)

কাট্‌ল জীবন দিনে রেতে
নাই অবসর শু'তে খে'তে,
এবার ভাবি একেবারে দিন যে অবসান,
তাই বিদেশের মায়া ছাড়ি'
ছুটে এলেম সাধের বাড়ী
জন্ম যেথায়, চির বিদায় নেবে সেথায় প্রাণ,
আন্‌ল টেনে যাদু, আমার দেশের মাটীর টান।

(৫)

মখমলে এই মাটী ছাওয়া,
জীবনপ্রদ বিমল হাওয়া,
অবাধকণ্ঠে বনে বনে বিহঙ্গমের গান,
মাঠের পরে আকাশ লুটে,'
স্বচ্ছ তোয়া নদী ছুটে,'
থাক্‌য় জীবন শীতল জলে সাধ মিটিয়ে স্নান,
মধুর হ'তে মধুর সে যে দেশের মাটীর টান।

(৬)

ভোগে কি আর হয়রে তৃপ্তি?
যে কটা দিন চোখের দীপ্তি,
হাজার চোখে পল্লীমাকে দেখতে যে চায় প্রাণ,
চালে চালে শতেক গেহ,
বুকের মাঝে অপার স্নেহ,
আমার প্রীতির স্বর্গ ভবন, স্মৃতির পিঠ স্থান!
বুঝাব বল কেমন করে, কেমন যে তার টান!

(৭)

নিজের হাতের বাঁধা 'বেড়া'
সুখের দুখের চিহ্নে ঘেরা,
জাগায় চিতে, 'এ জীবনটা মস্ত উপাখ্যান,'
শিউরে তনু নয়নে জল,
শীর্ণ দেহে আসেরে বল,
বাল্য স্মৃতি হেথায় ধূলায় আজও দীপ্যমান!
এর চেয়ে সুখ স্বর্গপুরী কর্‌বে কিরে দান?

(৮)

বিদেশে ভাই! তোদের জন্ম,
বুঝবি নারে 'দাদুর' মর্ম্ম,
কান পেতে শোন্ বুকের মাঝে উঠ্‌চে যে কি তান্!
শান্ত হয়ে আমার হিয়া
স্মৃতির তীর্থ সলিল দিয়া,
নিত্য পিতৃ পুরুষেরে কর্‌বে তৃপ্তি দান!
এড়াল আর যায় না এবার প্রাণের সরল টান

(৯)

তাইরে দাদু! শেষের দিনে
আমার স্বদেশ "মা" বিনে
চায় না পরাণ 'গঙ্গা' জলের পে'তে পরিত্রাণ,
জন্ম যেথায় ধূলার মাঝে
এ জীবনের শ্রান্ত সাঁঝে,
তার' ধূলাতেই হোকরে আমার সকল অবসান!
সবার সেরা জেনে আমার দেশের মাটীর টান!

-ঃ)০(ঃ-

প্রভাসমিলনে গোপবালা।

সেই ত সখি মাধবীনিশি মলয়া বহে মধুরে,
জ্যোছনা সেই রজত উজল।
সে সুধা ধারা মাখিয়া কায়ে হাসিছে যেন অদূরে,
তমাল তালে কানন শ্যামলা!
চুমিয়া তট তটিনী বহে যমুনা অনুকরণে
কি কল গীতি উঠিছে দুকুলে,
নটীর মত নাচিয়া চলে মাধব-মন হরণে
আশার মত কাঁপিয়া মৃদুলে!
বরষ শত বিরহ সহি' মিলন মধু তিয়াসে
সেইত আমি অধীরা চাতকিনী,
রাজার সাজে রুচিরবধু আমারি সখি, পিয়াসে
তরিতে ঘেরা নীরদ নব জিনি!
ললাট পটে মুকুটখানি সাজান কত রতনে
কম্বুজিনি' কণ্ঠে আমরি!
মুকুতা মালা দেবকী রাণী দিয়াছে কত যতনে
বক্ষে যেন যমুনা লহরী!
তবু কাঁদিয়া ফিরে এপোড়াহিয়া যমুনাতীর বিপিনে
মুরলী রব শ্রবণ লালসে
যেথা, গাগরীভরি গোপের বালা চাহিয়া রাতি কিদিনে
ফেরেনি' ঘরে আজো কি আলসে!

সজনী সাথে রজনী জাগা বঁধুর লাগি, মধু সে!
কুঞ্জ মাঝে বাসর সাজা'য়ে
নিমেষে কত নিরাশা আশা জাগাইয়া দিত বঁধু সে!
ছলনাপটু মুরলী বাজা'য়ে!
পথের পানে তন্দ্রা হীন চাহিয়া দীন নয়ানে।
বিজন-বীথি; কানন ভবনে।
অশ্রু আর হাসিটী আসি করিত খেলা বয়ানে
সে যে কি সুখ, ক'ব তা কেমনে!
দাঁড়া'ত এ'সে রাখাল বেশে হাসিটী রাঙ্গা অধরে
বকুল মালা চুমিয়া চরণে
মূর্ত্তি ধরি মনোজ নিজে উদয় যেন হ'তরে!
ভুলিত রাধা জীবন মরণে!
তেমনি আজি সকলি আছে, বিরহ ক্ষত জুড়া'য়ে
দিয়াছে সখা সদয় দরশনে।
(মম) পরাণ ফিরে কাঁদিয়া তবু স্মৃতির মোতি কুড়া'য়ে।
ছড়ায় পিয়া চরণ পরশনে!
বিজন সেই কুঞ্জে, যায় রন্ধ্র, সব ভরিয়া
মুরলী রব ফিরিছে কাঁদিয়া।
স্তব্ধ সেই যমুনা কূলে পরাণ মন হরিয়া
ফিরি গো তবু বঁধুরে সাধিয়া!

প্রেমের-সিদ্ধি।

(গাথা)

সেদিন সবিতা মধ্য গগনে
বরষিছে খর কিরণ ধারা,
সিদ্ধ ফকির তরুতলে বসি'
নদী পানে চাহি আত্মহারা !
সহসা একটী সুন্দর যুবা
ছুটে' এসে লুটে চরণ তলে,
কহিল "কেমনে পাইব তাহারে
দিতে হ'বে মোরে উপায় বলে !
"পেয়েছিনু তা'রে জানিনা কোথায়
নিমেষের সুখ, নাই তা' মনে,
জন্মের মত নিয়েছে ছিনায়ে
যাতনায় তাই ছুটেছি বনে !
"কোন্ দেশে নিয়ে গেছে পিতা তার,
সুধাব ; পাইনি সে অবসর,
হারানিধি তুমি মিলাইতে পার
এসেছি তাই হে সাধক বর।"
হাসিয়া ফকির কহেন তাহারে
"রূপের ভিখারী তুমি কি তবে ?
পাবে চিরতরে তব অন্তরে
কঠোর সাধন করিতে হ'বে !"

কহিল যুবক, "না গো না, তাহারে
চক্ষে দেখিয়া মেটে নি' আশ ;
নিবিড় বক্ষ মাঝারে তাহার
বিলাস কেবল চাহে হে দাস !
"কঠোরতা ? তুমি কি কহিছ ? আমি
এ দেহ পো'ড়ায়ে করিব ছাই ;
যা কহিবে, আমি সাধিব সকলি'
চাই আমি শুধু তাহারে চাই।"
কহেন ফকির তাই হ'বে তবে
এস তটিনীতে করিয়া স্নান।
সাতদিন কর কঠোর সাধনা,
করিব তোমারে দীক্ষা দান !
সেই কামিনীর কমনীয় রূপ
ভাবি এক মনে করিবে জপ,
সপ্তাহ শেষে তারে পাবে তুমি,
দেহ গেহ আদি ভুলিয়া সব।
দারুণ দহনে দহিছে তোমারে
দীপ্ত কামনা বহ্নি শিখা
হোমাগ্নি হ'য়ে মন্ত্রে আমার
পরা'বে যত শেষের টীকা !"
সেই নদীকূল সেই তরু মূল
উন্মাদ যুবা সিদ্ধাসনে
বসি তদবধি নীমিলিত নয়নে
প্রিয়ার মুরতি ভাবিছে মনে।

ভাবিতে ভাবিতে সে রূপ মাধুরী,
জপি' নিরবধি সিদ্ধ নাম
সাতদিন সেথা অনশনে বসি'
গড়িল প্রেমের গোলোক ধাম !
খসিয়া পড়িল দেহের স্থিরিতি
জীর্ণ বৃক্ষত্বকের প্রায়,
ধীরে ধীরে ধীরে সমাধি সাগর
—আতঙ্কে চিত্ত ডুবিয়া যায় !
মুদিত আঁখি পল্লব আগে
নাচে বাঞ্ছিতা কি লীলা করি,
এই দেখা যায় আবার লুকায় !
"দাঁড়াও, দাঁড়াও, হে যাদুকরি,
"কত দুঃখের দর্শন মম
তুমি কি জানিবে পাষাণি হারে !
"তিলেকের দেখা স্বর্গের সুখ,
নরক, যখন নয়ন আড়ে !"
সমাধি ভঙ্গে লীলার রঙ্গ
শান্ত হৃদয় সিন্ধু তীরে,
আঁধার ঘুচায়ে বেদনা মুছায়ে
উষার মতন সে এ'ল ফিরে ?
আলো আঁধারের লুকাচুরি গেল
মেঘ বিজলীর চপল খেলা,
এল সে নিত্য সাধনার ধন
রহিতে উজলি' সারাটী বেলা !

অসহ্য এ যে পুলক অপার
ঢালি'ছে সে কাণে স্বরের মধু—
"আছি, আছি আমি রব চিরদিন
আমি যে তোমারি হে চির বঁধু!
"আর ফুরাবেনা নিত্য এ লীলা
বৃন্দাবন যে তোমার হৃদি
আর কাড়িবারে পারিবে না কেহ
বড় কষ্টের অর্জ্জিত নিধি!
দিন কত পরে কুটীর দুয়ারে
যুবতী একটী দাঁড়া'ল আসি,
"খুলে' দাও দ্বার আমি যে এসেছি"
কহিল নয়ন সলিলে ভাসি!
"আবার কে তুমি শান্তি নাশিতে
আঘাত করিছ দুয়ারে কর
বিশ্ব ছাড়িয়া বঁধুরে লইয়া
নিরালা যে আমি বেঁধেছি ঘর।
দুয়ার খুলিয়া,— "একি অপরূপ!
সাধের বঁধুয়া ওখানে কেন?
গোপনে আছ অন্তরে; এ যে
অচেনার মত দূরেতে যেন!
"আমারে খুঁজিতে এসেছ ললনে!
আমি যে 'তোমারে' নিয়েছি খুঁজি,
উজাড় করিয়া দিয়াছি ঢালিয়া
সে "তোমার" পায়ে যা' কিছু পুঁজি!

"পেয়েছি সিন্ধু মন্থন-করা
সন্তাপ-হরা ইন্দুখানি ;
যাও তুমি তব পিতার ভবনে",
বলিয়া দুয়ার দিল সে টানি' !
"পাগল হ'য়েছে আহা, সে" ভাবিয়া
যুবতী তখন নিরাশ্বাসে,
ভগ্ন হিয়ার বন পথ চাহি'
ফিরে' চলে' গেল আপন বাসে !

মা।

পাঁচ বছরের মেয়ে দীঘল ঘোমটা দিয়ে,
কোণে আছে বসি'
আনন্দ নয়নে ঝরে' আনন্দ অধর পরে
উঠিছে উছসি'।
পাছটী দিয়াছে মেলে, কোলেতে পুতুল ছেলে
খেলিতেছে বালা ;
হ'য়ে গেছে ফুলতোলা সমুখে রয়েছে খোলা
পুতুলের ডালা !
সাহসা ঘোমটা খুলি কি ভেবে নয়ন তুলি'
দেখে সবিস্ময়ে,
দাঁড়াইয়া তার কাছে মাতা তারি চেয়ে আছে
মুগ্ধা অভিনয়ে !
অমনি ঘোমট খানি হাসিয়া ফেলিল টানি,
"তুমি দেখ না মা,
কাল পুতুলের বিয়ে, দিয়ে তুমি বানাইয়ে
দুটো ভাল জামা !
মুখতুলে জোর করে' আঁকিনু কপোল পরে
দুইটী চুম্বন।
ভুলিসে লজ্জার তত্ত্ব, আবার হইল মত্ত
খেলাতে তখন !

আহা! একোরক মাঝে যে ফুল ঘুমায়ে আছে
এ সৌরভ তারি!
এই বারি বিন্দু বুকে নির্ঝর লুকায়ে সুখে
বিশ্ব তৃপ্তি কারি।
বালিকার এ খেলায় শোভে যে শীতল ছায়
অশ্বথ অঙ্কুর।
শাখা পত্র বিস্তারিয়া জুড়াবে তাপিত হিয়া।
ওযে সুমধুর।
অব্যক্ত মাতৃত্বটুক্ ছাপাইয়া কচি বুকে
বিকাশে' বাহিরে।
মা হ'বার সাধ চিত করিতেছে প্রকাশিত
বিশ্বজননীরে।
সারা দিন ধরে খেলা, দেখে এ আনন্দ মেলা
জুড়াই হৃদয়,
জ্বালা দগ্ধ প্রাণ নিয়ে, ছুটিয়া জুড়াই গিয়ে
দেখি অভিনয়।
অত ক্ষুদ্র কচি প্রাণে মা হওয়ার কি বা জানে!
ওরে শুভ্র যুঁই!
কত সুখ কত দুখ তোলা পাড়া করে বুক
কি বুঝিবি তুই।
তোর খেলা কল্প লোক, কল্পনা অতীত শোক
অফুরন্ত হাসি,
তোর মিলনের পাশে বিরহ কভু না আসে
নিয়ে অশ্রু রাশি।

আমারো যে সাধ করে মাগো, তোর খেলাঘরে
হইতে পুতুল,
করিতে জীবন ভোর, ডুবেগিয়ে মাতৃ, তোর
স্নেহেতে অতুল।

রাধিকার ভুল।

ভুল গো! সকলি আমার ভুল।
আমি, ভুলের সাগরে ভুলে ডুবে যাই
খুঁজিয়া পাইনা কূল।
একাকু কাননে পড়েছি কেমনে
ভাবিয়া পাইনা দিশে,
ভুলিয়ে পাকোলি ভুলে কোথা চলি'
ভুলের আঁধারে মিশে।
সখি! মিছে মোরে দিস গালি।
যে পথে যাইতে শপথ আমারে
ভুলে সেই পথে চলি
যে কথা ক'বনা সদা ভাবি মনে
ভুলে' তাই আগে বলি।
দিনে শতবার ভাবিবনা বলে'
ভাবিয়ে ঘরের কাজ
বাঁশরীর রবে সব ভুলাইয়া
বঁধুয়া সে দেয় লাজ।
বেশ বানাইতে বসিনু সজনি
বেশত হ'লনা শেষ,
কানুর কালিমা মুরতি লুকায়ে
রেখেছেরে কাল কেশ।

চরণ-যাবক আঁখিতে দিয়েছি
কাজল পরেছি পায়
নূপুর করেছি করের ভূষণ
কেয়ূর চরণে তায়।
ভুলিতে যাহারে সকল ভুলেছি
দিনে দিনে সেই ছবি
ভুলিবার ভয়ে হৃদে সদা জাগে,
যেন নবোদিত রবি।
শ্যামেরে ভুলিতে: এতনু ভুলেছি
ভুলিতে নারিনু তায়
এভুলের হাতে তরিব কেমনে
কহ না লো রাধিকায়।

কোজাগরী।

পূর্ণচন্দ্র কিরীটিনী কোজাগরী পূর্ণিমা রজনী,
রজত প্লাবনে,
প্লাবিয়া'ছে সুধা নিধি, বসুন্ধরা অনিন্দ্যা বরণী
আজি সুগগনে ;
কমলা পূজিবে বলি' পূর্ণিমার নির্ম্মলকিরণে
প্রকৃতি বিবশা
উথলে আনন্দ যেন বরাঙ্গীর কুসুম ভূষণে,
বিমুক্ত বরষা।
ঊর্দ্ধ পানে চেয়ে ধরা চকোরের স্বরে যেন কয়
"আরো ঢালো সুধা,
হে সুধাংশু! কল্পনার নিরূপম কল্পলোকে নয়
তৃষিতা বসুধা।
অন্ধতম ঘুচাইয়া এক রাত্রি সাজিয়া অপ্সরী
পূজিবে সে আজি
জননী কমলালয়া, অঙ্গে উঠে পুলকে শিহরি
পুষ্পভূষারাজি।
কোজাগরী! বাঙ্গালীর আজ যেরে আনন্দের রাত্রি
আজ জাগরণী।
বিষ্ণুবক্ষ শোভালক্ষ্মী সুলক্ষণা নিয়ে দিব্য ভাতি
আনিয়ে অবণী।

"কে জাগে! কে জাগে! ওগো" জননী, মমতামাখা স্বর
ডেকে ডেকে ফিরে;
তোমাদেরি, হে বাঙ্গালী, প্রীতি জোৎস্না হসিত অন্তর
কনক মন্দিরে!
কে জাগ, কে জাগ? ওগো! বাঙ্গালায় কে জাগ গো আজি?
অর্ঘ্য বিরচিত
কা'র ঘরে? কা'র করে ধূপদীপ গন্ধ পুষ্প সাজি?
নেত্র অতন্দ্রিত?
এস এস অর্ঘ্য লয়ে; হোক্ না সে শুধু শেফালিকা,
অকাল বর্ষায়
হোক্ না শিথিল বৃন্ত; হোক্ অর্দ্ধ রচিত মালিকা;
মা যে শুধু চায়
ফুটাও অন্তর-সরে সুনির্ম্মল ভক্তি শতদল
কমলা আসন
পাত সে কমল দলে ধর্ম্ম প্রেম নৈবেদ্য সকল
করহে রচন
'কামনা' অগুরু সনে, 'স্বার্থ' ধূপে দাও পোড়াইয়া
ডাক তা'র পর;
"এস মা মঙ্গল ময়ি! তব হাস্যে উঠিছে হাসিয়া
মৌন চরাচর!
নিত্য রোগ শোক ক্লিষ্ট অনশনে অর্দ্ধমৃত দেশে
এস মা! এস মা!
ধন, ধান্য, স্বাস্থ্য, শক্তি জ্ঞান বরাভয় দাত্রী বেশে
বিষ্ণু মনোরমা!"

মুছে' যাক্ পাপ তাপ, ভেঙ্গে যাক্ মোহের স্বপন,
বিলাসিতা ঘোর,
দরিদ্রের মোটা সাজে ধনী গৃহ হউক শোভন!
ভিক্ষা শুধু মোর!
কে জাগে? কে জাগে মাগো! শুনি তব স্নেহমাখা স্বর
উঠুক জাগিয়া!
সিন্ধু যথা চন্দ্রমার আকর্ষণে উদ্বেল অন্তর
উচ্ছ্বসিত হিয়া
আনন্দে অনন্তে ছোটে কূলে কূলে আনন্দ ছড়ায়
আমাদেরো প্রাণ,
উদার মহৎ হ'য়ে ভাঙ্গি' তুচ্ছ সীমার কারায়
করে আত্মদান!
অনলে আপনা সঁপি, ধূপ যথা সরভি বিলায়
আমাদেরো প্রাণ
(যেন) হিংসা দ্বেষ পোড়াইয়া আজ হ'তে সুবাসে মাতায়
তব ধূপ দান!
তোমার প্রসন্ন হাস্যে হাসুক মা! ভারত ভবন
হে করুণা ময়ি!
ঘুম ভাঙ্গা কোজাগরে ভারতের চির জাগরণ
বর মেগে লই!

নীরবে।

আমি আর কব না কথা।
এখার আমায় দাওগো তোমার
শান্ত নীরবতা।
যেমন তরু স্তব্ধ ভাবে,
সন্ধ্যা রবি অস্ত যাবে
শান্ত মধুর সুনীরবে
সন্ধ্যা আস্‌বে যথা,
দাওগো এবার আমার বুকে
তেমনি নীরবতা।

আর লাগেনা ভাল আমার
হাটের কোলাহল,
নীরবে হোক বেচা কেনা
যেটুক কর্ম্মফল।
এবার আমার গোপন বঁধুর
দেখ্‌ব স্বরূপ মৌন মধুর,
নেত্রে শুধুই ফুট্‌বে বিধুর
কিরণ সুনির্ম্মল,
আর লাগেনা ভাল আমার
হাটের কোলাহল।

কেনা বেচা সাঙ্গ,—সে যে
কোন্ সুদূরের কথা!
গুম্‌রে মরুক বুকে এবার
সাগর গভীরতা!
সকল দিকের বাঁধন খুলে,
তোমার দিকেই চোখটী তুলে'
আপন মনে করবে সে ভোগ
আপন মধুরতা,
দাওগো এবার একতারাটীর
ভুলিয়ে বাজে কথা!
কণ্ঠ আমার কুণ্ঠিত যে
কেবল কথা ক'য়ে,
এবার, কেবল ব্যাথা করবে জমা
কথার কৃপণ হ'য়ে।
তোমার চরণ তলে ব'সে যবে
কথা বলরে সময় হ'বে,
সেদিন তোমায় শোনাবে গো
মিশিয়ে তালে লয়ে,
সেই লগনের অপেক্ষাতে
রইব মগন হ'য়ে!

—:)*:(—

সত্য সাধন।

(১)

প্রবল প্রতাপ "নাদির শাহা" সে
ভারত ভাসায়ে রক্তে,
নাস্তিক মত করেন প্রচার
বসি দিল্লীর তখ্‌তে।
"আমিই 'মালেক' 'দীন দুনিয়ার'
যদি কেহ কহে খোদা আছে তার
গরদান নেবে" হুকুম এমনি,
দিল যত অনুরক্তে
দীন দুনিয়ার মালেক জনাব
বসি দিল্লীর তক্তে!

(২)

নিদারুণ সেই আদেশ শুনিয়া
সাধু জন কয় কাঁদিয়ে!
জুমা মস্‌জিদ ভেসে যাবে আজ
নিরপরাধের " রুধিরে।
গোপনে সাধুরা শঙ্কিত মনে
নীতি আলোচনা করে নির্জ্জনে
"শির ডারি দিব দিবনাক সার
বুঝাব ধর্ম্ম বধিরে

শাসনের ভয়ে খোদার বান্দা
খোদা ক'বে নাক নাদীরে।"

(৩)

বেগম মহালে বাদশা দুহিতা
কালো কেশরাশি এলায়ে,
চিকণ গাঁথনে গাঁথিছেন কভু
দিতেছেন খুলে' ফেলায়ে!
সহসা কনক দর্পণ খানি
ভূমে পড়ে গেল কেমনে না জানি,
বাঁদী ছিল পাশে "আল্লা" বলিয়া
কম তনুখানি হেলায়ে
বাদশাজাদীর হাতে তুলে দিল
বাঁধা কেশরাশি এলায়ে;—

(৪)

কহেন কুমারী "কি বলিলি বাঁদী,
স্মরিলি কি মোর পিতারে?"
কিঙ্করী কহে সস্মিতাননে
আলোড়িত কেশ বিথারে
"মিছে বলিব না শাসনের বশে
শোভান্ আল্লা অদ্বিতীয় সে
চির স্মরণীয় সেই একজন"—
রোষে বাঁকাইয়া সিথারে,
কুমারী কহিল "কি বলিলি বাঁদী
ডাকিস্‌নি মোর পিতারে?"

(৫)

"মন নহে বাঁদী বাদ্‌শাহজাদি
এ বাঁদী ডরেনা মরণে,
ত্যাজিব এ তনু সত্য কহি যে
সত্য-পিতার স্মরণে।"
ঘাতকে ডাকিয়া ডাকিনীর প্রায়
কুমারী অমনি বধিল তাহায়
সাধু জনে কহে "যে চিনেছে তাঁয়
আজিকে মৃত্যু বরণে,
সে গেল চলিয়া দীন দুনিয়ার
সেই মালিকের চরণে।"

পূজারী ।

("কান্ত কবি রজনীকান্ত" পাঠে)

পূজারী কে গো এ মন্দিরে ?
আজ, অম্বরে ঘন ডম্বরু নাদ ;
জাতীয় জীবন-মন্দিরে !
না জানি কি খেলা খেলে সে রঙ্গী !
রক্ত আঁখির শাসন ভঙ্গী,
কত না প্লাবন, কতই তাড়ন,
সত্যের ঋষি বন্দিরে !
আজ, পর পার গত সত্য সাধকে
বন্দিতে এ'লে মন্দীরে !
ত্র্যম্বকের সে প্রলয় বিষাণ
অনুকারি যাঁর সুললিত তান
স্বদেশ সাধনা প্রচারিতে, হত
পিণাকেরই প্রতিদ্বন্দ্বীরে !
দুঃখ রবির কিরণ সহিয়া
সঙ্গীত সুধা অম্লান হিয়া
রজনীকান্ত গিয়াছে যে দিয়া
নন্দন-সুধা-গন্ধীরে !
তার জ্যোছনারে আরতি করিতে
কে এলে স্মিরিতি মন্দিরে !!

বঙ্গবাসীর অন্তর পুরে,
তুলেছে রাগিনী নিতি নব সুরে
"শুভ্র সুষমা" চাহে নি সে "ভীম
ভৈরব" প্রেমানন্দীরে!
বঙ্গবাণীর সে এক নিষ্ঠ,
সেবক সাধক, সুপ্রতিষ্ঠ!
স্মৃতির কারায় প্রীতি শৃঙ্খলে
বন্দী যে, চির বন্দীরে!
সে অমর কবি, পূজিতে কে তারে
এলেগো বাণীর মন্দিরে!
এ যে, স্মৃতি মর্ম্মরে করেছ রচিত
মরি! কান্ত মূরতি হীরকে খচিত,
জ্বালায়ে শ্রদ্ধা—কর্পূর বাতি
আরতি-সুধা নিস্তন্দীরে!
পরাইয়া প্রেম—চন্দন মালা
কান্ত:কবির পূজা প্রাণ ঢালা
সহানুভুতির অশ্রু পুষ্পে
মন্দার সব গন্ধীরে!
স্মৃতির-আরতি কর ব্রাহ্মণ!
পূজারী বাণীর মন্দিরে!
এ পূজার মহা গৌরব ছবি
নিরখি মুগ্ধ নির্ব্বাক কবি,
অশ্রু-সজল নেত্র কেবল
মৌনতা-প্রতিবন্দীরে!

এ পূজার ছবি যুগ যুগান্ত
র'বে উজ্জ্বল, কোমল কান্ত!
অম্বরে আজ ডম্বরু নাদ
জাতীয় জীবন সন্ধিরে!
ওগো তন্ময় পূজারি! স্বাগত
আজ হে বাণীর মন্দিরে!!

অভাগা ।

কোথা তুচ্ছ ধরিত্রীর কোণে
ক্ষীণ প্রাণ নিত্য দিন গণে,
কবে তার আসিবে মরণ ;
ওরে অন্ধ ওরে দীন হীন !
তোর যে ফুরাবে না'ক দিন,
তোর যেরে যাবে না জীবন !
ঢালিতে শুধুই অশ্রুজল
এ ভবে কি এসেছিস্ বল ?
ঘরে বসে দুঃখে আত্মহারা,
আপনি খুঁজে নে নিজ স্থান,
সাহসে বাঁধিয়া ক্ষুদ্র প্রাণ,
মুছে ফেল নয়নের ধারা ।
ওই দেখ কোটী কোটী কর ।
কর্ম্ম করি হয় অগ্রসর
হাসি মুখে মরণের পানে ?
একেলা বিভোলা গৃহ মাঝে,
তোর কিরে দিন গণা সাজে ?
ওঠ জাগ মরণের গানে ।
ওই কে থাকিয়া দূরদেশে
অদৃশ্য অলক্ষ্যতম বেশে
বাজাতেছে পবিত্র বিষাণ ।

কার যেন বনফুল হার
শোভা পায় গল দেশে তা'র
সুধা গন্ধে বায়ু বহমান!
অধর সংলগ্ন কার বাঁশী,
বুঝি সে অধরে আছে হাসি,
সুধীরে মল্লারে গাহে গান।
তোর প্রাণে পশেনি সে সুর
হয়নিক হিয়া ভরপুর
উদাসীন হয়নি পরাণ?
আয় মুক্ত! আয় বদ্ধ প্রাণ,
অবসাদ হোক অবসান,
রাঙ্গা রবি উদিত গগনে।
সে কনক কর মাখি গায়
আয় জীব হেথা চলে আয়,
পশিতে আপন নিকেতনে!

প্লাবন।

ও কা'র ব্যাকুল প্রাণের এমন পরিচয় ?
আজকে যে তোর গোপন ব্যথা
সকল বিশ্বময় !
আজ সে গভীর ব্যথার তরে,
কতই চোখে অশ্রু ঝরে,
বুকের মাঝে ঝঙ্কারে গো
"একা তোমার নয় !
আজকে তোমার বুকের ব্যথা
সকল ভুবন ময়।"
আবার, সবার ঘরের সুখের ঢেউ ওই
লাগ্‌ল যে তোর দোরে ;
কতই যে হাত আদর করে
এগিয়ে নেয়রে তোরে !
"সীমায় বেঁধে রাখিস্ নে রে
বিলিয়ে দেরে ছড়িয়ে দেরে"
কে বলে ঐ মধুর স্বরে
ব্যাকুল হৃদয় ভরে'
একি প্লাবন ভুবন পাবন
এলো গো তোর দোরে।

সন্ধান।

আমি শুধু আমায় ভুলে খুঁজ্‌তে তোমায় চাই

ভোরের বাতাস যেমন করে' খোঁজে সকল ঠাঁই!

কোন্ রূপসীর তন্দ্রা ভরে' কেশের কুসুম খসে পড়ে

তার সে মধুর গন্ধ টুকু লুট্‌তে আসে তাই;

খুঁজব আমি তেম্‌নি করে যেথায় তোমায় পাই!

খুঁজ্‌তে তোমায় চাইলো আমি একলা আপন মনে,

সাঁজের বায়ু যেমন খোঁজে স্তব্ধ কুঞ্জ বনে!

কোথায় শ্যামলিমার মাঝে, কোমল তনু লুকিয়ে রাজে'

গোলাপ রাণী আনন খানি লাজের আবরণে,

গন্ধ শুধুই, গন্ধে খোঁজে মাতাল সমীরণে!

সাধ মেটে না শুধু কেবল পেয়ে তোমার সাড়া,

দেখ্‌ব খুঁজে মানুষ আমি মর্ত্ত্য মৃগের ধারা

মৃগনাভির গন্ধে মাতি খোঁজে যেমন পাতি পাতি

আমার মাঝেও তোমায় ওগো খুজ্‌ব আত্মহারা,

কোথায় তুমি লুকিয়ে আছ আমার সবার বাড়া!

শ্রাবণে

আজ,　শ্রাবণ ঘন নিবিড় মেঘে
　　　　আকাশ ছেয়ে আসে;
সন্ত্রাসিতা বসুধা কা'র
　　　　উন্মাদনার ত্রাসে !
এধার ওধার চম্‌কে চিরে'
আলোর করাত বেড়ায় ফিরে'
নিঝুম বাতাস না জানি কা'র
　　　　কোন্ ইসারার আশে,
ব্যথার মত নিবিড় ঘন
　　　　মেঘের সারি ভাসে !
ওই আসে, ওই আসে বুঝি
　　　　ঝড়ের হানা হানি !
অভিসারের সাজটী আমার
　　　　দাও গো এবার আনি'
পিয়ার মিলন লগন এ যে
রাধা এখন রইবে সেজে'
বাঁশী কখন্ উঠ্‌বে বেজে
　　　　কিছুই যে না জানি,
বাইরে যে ওই মেঘের ঘটা
　　　　ঝড়ের হানা হানি

ঝঞ্ঝা নয়রে বাদল নয় রে,
ওই যে মহোৎসব!
নূপুর রুনু ডুবাবে মোর
দেয়ার গুরুরব।
আকাশ ভরা ওই যে কাহার
নীলাম্বরীর জরীর বাহার,
সাড়ীর সাথে মিশ্‌বে রে মোর
নিশির অন্ধকার;
অলঙ্কারের শিঞ্জিনী কেউ
শুন্‌বে না আজ আর!
শ্রাবণ নিশার আঁধার রে আজ
গভীর হয়ে আসে,
এই লগনে আজকে তোরা
একলা রবি বাসে?
বাতাস ডাকে 'আয় চলে আয়',
মাতাল সে আজ কিসের নেশায়,
হিন্দোল দোলায় দোলাতে তায়
আকুল কেশ পাশে,
শ্রাবণ নিশার আঁধার যে ওই
জমাট হ'য়ে আসে!

মিনতি

আমার কুটীর দুয়ারে যখন
তোমার বার্ত্তা ক'য়ে
মৃদু মর্ম্মরে শীতের সমীরে
ধীরে গিয়াছিল ব'য়ে,
জানা'তে তোমারে একটী মিনতি
বলিয়া গিয়াছি তা'য়,
এই ভিখারীর ভিক্ষার কথা
বলেছে কি তব পায় ?
করুণা করিয়া সখাহে, আমারে
প্রেম ধনে কর ধনী,
সুদূর প্রবাসে কাটা'ব দিবস
মিলনের দিন গণি !
অশ্রু সলিলে সিক্ত করিয়া
কঠোর এহৃদি, প্রিয়,
বারেক তোমার রাজীব চরণ
অঙ্কিত করি দিও !

শেষের সাধ।

চিত্তে আমার আর কোন সাধ নাই;
একটী দিবস ফুলের মতন
ফুটতে যদি পাই;
'আজ, তোমার আসার সময় হ'বে'
ভোরের বাতাস যে দিন ক'বে,
সে দিন তোমার আলোর আশে
চেতন শুধু চাই,
একটী দিবস রইব ফুটে
আর কোন সাধ নাই!
ঊষার আগমনের সনে
যে দিন হে সুন্দর!
"শতদলের" শতেকদলে
পড়্‌বে তোমার কর!
নিমিষের সেই পরশ রসে,
সব আবরণ পড়্‌বে খসে'
ঊর্দ্ধ পানে আছি চেয়ে
উন্মুক্ত অন্তর
একটী দিনের পরশ শুধু
হে চির সুন্দর!
সে দিন, স্তব্ধ হ'য়ে আস্‌বে যবে
দিনের কোলাহল

রক্ত রবি বিরাম তরে
চল্‌বে অস্তাচল !
সেই, রাঙ্গা কিরণ বুকে রাখি'
রাঙ্গায় রাঙ্গা মাখামাখি !
সার্থকতার আনন্দেতে
হৃদয় ঢল ঢল,
পড়্‌বে ঝরে' বৃন্ত পরে
আমার "শতদল !"

চাতক

১

"দে জল, দে জল"
দারুণ বৈশাখী দিন,
ধরা তপ্ত,—ছায়াহীন,
চারিধারে আগুন কেবল।
সমীর থমকি রহে,
বহে কিবা নাহি বহে,
ভীতিভরা সারা ধরাতল।

২

"দে জল, দে জল"
কে তুই রে হেনকালে
পাখীরূপে বসে ডালে,
ঊর্দ্ধপানে নয়ন যুগল;
কাতর, পাগল দৃষ্টি—
যাচিস করুণা-বৃষ্টি,
প্রাণগলা সুর অবিরল?

৩

"দে জল, দে জল"
অন্তর জগৎ জুড়ে
তোর কিরে গেছে পুড়ে
তোর বিশ্ব জ্বলন্ত অনল!

তাই কি উদাস সুর,
কাতরতা সুমধুর—
চাস্ পাখী সলিল তরল ?

৪

"দে জল, দে জল"
একি রে নিয়তি হায়,
(তুই) এত বাদ পিপাসায়,—
আছে ওই অনন্ত অতল
সীমা হারা মহাসিন্ধু,
চাস। তুই কয়বিন্দু,
তৃষা তোর কতই প্রবল ?

৫

"দে জল, দে জল"
'সপ্তসিন্ধুময়ী ধরা'
পিয়ে জল প্রাণভরা
মিটা তোর প্রাণের অনল।
(যদি) সে জল অপেয় হ'বে,
নদ নদী কত ভবে,
তবু তোর একি জ্বালা বল্ ?

৬

"জল দে, জল দে"
ছুঁবি না সে বিন্দুবারি,

বুঝি তোর তৃষাহারী
ডাকিস্ রে সজল জলদে ;
প্রাণ-গলা তোর ডাকে
দেবে সাড়া যেথা থাকে,
তুই হেথা চেয়ে আশাপথে।

৭

"জল দে, জল দে"
দগ্ধকারী বজ্রানলে
হায় রে মরিবি জ্বলে,
দিয়ে যাবে ছোট বুক মথে ;
তবু তোর এক আশা,
এক লক্ষ্য, এক ভাষা,
এক বারি এ তৃষা মিটাতে !

৮

কি মহা সাধন !
এই তোর মহাস্বর্গ
এই মৃত্যু, চতুর্ব্বর্গ,
পাখী তোর নিয়তি এমন ;
তুই যেন আর্য্যবালা
বুকে ব'হ' মহাজ্বালা,
পতিপানে দুইটি নয়ন !

৯

মানুষের প্রেম ছাই
আজ আছে, কাল নাই

জানে, তবু আর্য্য নারী মন
দেব কি দানব হো'ক
স্বর্গে কি মরতে রো'ক
পতিব্রতা,—পতিই জীবন!

১০

"দে জল, দে জল"!
বিশ্ব ভুলি ভোলা মেয়ে,
এক লক্ষ্যে থাকে চেয়ে,
চাহে না সে অনন্ত অতল;
স্বাস্তে প্রাণ তৃপ্ত তার,
সে চাহে না পারাবার,
আ মরি রে, প্রেম-শতদল!

১১

ওরে বিহঙ্গম!
তুইও যেন হিন্দুবালা
পর-পদে প্রাণ ঢালা
সঁপে দেওয়া জীবন বরণ;
জানি নাক' একি ব্রত,
কোন পাখী তোর মত,
তোর কণ্ঠ ভূলোক-মোহন!

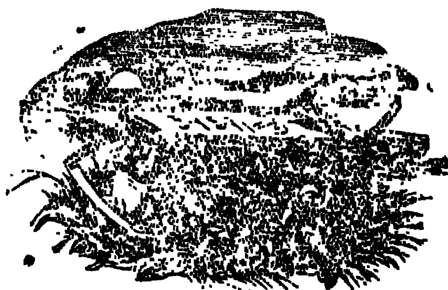
১২

স্বরগ স্বপন!
দে জল দে জল ঢালি

কিসের অনল জ্বালি
তোর প্রাণ করেছে দাহন,
যে জ্বালা নেবে না হায়,
সাগরে ডুবালে কায়
বিনে নব ঘন-বরিষণ!

১৩

প্রাণ যায় গলে,
শুনি শুনি তোর সুর,
ওরে পাখী মরু-পুর
ভুলে যায় সে সুরের বলে
আমিও, আমিও যে রে
অফুরন্ত সিন্ধু ছেড়ে
তৃষা দূর করি বর্ষাজলে



বাস্তু ভিঁটে।

ওই খানে—যেথা পল্লীর পথ পশ্চিমে গেছে বেঁকে,
যে পথ আজিকে ভাণ্ডীর বনে প্রায় ফেলিয়াছে ঢেকে ;
গাছে আগাছায় কাঁটায় লতায় ভাঙ্গা কাঠে আর ইঁটে
ভরে' আছে আজ, ওই খানে ছিল মোদের "বাস্তু ভিঁটে" !
যদিও ছিল না রম্য ভবন ইন্দ্র প্রাসাদ সম
কিন্তু আমার নয়নে সেই কি ছিল কম মনোরম ?
এই পথ আজ অজ্ঞাততম যদিও তোদের চোখে,
এই পথে মোর ছিল যাতায়াত সেই আনন্দ লোকে !
এখানে দাঁড়া'য়ে মুখটা বাড়া'য়ে দেখিয়াছি থাকি' থাকি'
শূন্য কলসী লইয়া সখীরা জলে যায় কি না ডাকি' !
গোপনে নিঙারি' সকল সলিল পূর্ণ কলসী হ'তে
দিনে শতবার গেছি নদী বুকে ছায়া ভরা ওই পথে !
বয়ে' কলস্বরে যাইত অদূরে স্বচ্ছ সলিলা নদী,
না জানি কি কথা জানাইত মোরে সে সুরে সে নিরবধি ;
অমিয়া পরশে জুড়াইত যেন সেই কল কল তান
পিতৃ ভবন—বিয়োগ বিধুর নব বধূটীর প্রাণ !
কলসী ভাসায়ে আনমনে কভু দেখেছি আপনা ভুলি'
যেন, মম বেদনা সে জানায় আমারে উর্ম্মি বাহুটী তুলি' !
আজিও সে সুর বাজে এ শ্রবণে—কি যে মাদকতা ময়
আজো মাঝে মাঝে নিশীথ স্বপনে শুনি সেই তান লয় !
নদীর ও কূলে ঘুমান তপন না খুলিতে রাঙ্গা আঁখি ;

গাছের শাখায় ললিত প্রভাতি জেগে' না গাহিতে পাখী ;
গৃহে না জাগিতে গুরু পরিজন কত গৃহ কাজ ছলে,
গেছি ঘুরে ফিরে আলো ঝলমল ওই তটিনীর জলে ;
কম আদরের ছিল কি সে মোর প্রথম যে ভাঙ্গা ঘরে,
নব বধূটীর আদর পেয়েছি মাথায় মুকুট পরে' !
আজ সেই ভূমি চিনিলে না তুমি গেছে তা অচিন হ'য়ে
সর্ব্ব গ্রাসী সে মহাকাল মোর স্মৃতি ত ফাগুনি ল'য়ে ·

অনন্ত যাত্রী

ওগো অনুকূল বায়ু!   ওঠ, ওঠ,—তুমি,
তরীতে চড়েছি মোরা ছাড়ি' তীর ভূমি,
হয়ত আবার কভু স্রোতে ভেসে' ভেসে',
আমাদের তরী খানি উতরিবে এসে,
যে দেশে রয়েছে বন্ধু চির দর্শণীয়,
হয়ত আবার কভু দেখিব সে প্রিয়!
হংস-পক্ষ শুভ্র-পালে খেলা কর জাগি
সে দিন আসুক্ ফিরে নিত্য যারে মাগি'।

প্রিয় সম্ভাষণে।

প্রিয়ে নিরখিতে ব্যাকুলিত চিতে গে'ছিনু আলয়ে তা'র,
যত্নে রচিত মাল্য লইয়া, বন্ধ হেরিনু দ্বার।
করাঘাত দিয়া প্রশ্ন শুনিনু, "কেগো তুমি ?" ভারি' স্বরে,
"আমি আসিয়াছি," কহিনু ডাকিয়া, তবুত নিলনা ঘরে !
উপলে আহত নিঝরের মত যাই পুনঃ ঘুরে ফিরে,
খুলিল না তা'র রুদ্ধ দুয়ার, ভাসি' মিছে আঁখি নীরে !
ভাবিতে ভাবিতে হেরিনু চকিতে "আমি" বলে নাই কেহ।
"তোমারি দুয়ারে তুমি আসিয়াছ—আলয়ে যাইতে দেহ !"
অমনি খুলিল চির প্রিয় সেই মুখে প্রেম মাখা হাসি,
আদরে গলিয়া লইল ডাকিয়া ঢালিয়া সুধার রাশি !

-:•••:-

ভারত নারীর সাধন ভূমি।

এইত আমার সাধন ভূমি, এইত তপোবন,
এই খানে কর্ যা তোর সাধন, আমার পাগল মন!
ওই যে হোথায় পথের বাঁয়ে
ঘন সবুজ গাছের ছায়ে
শ্বশুর কুলের কুটীর খানি বড়ই দুঃখের ধন
প্রথম যেদিন নিয়ে দীক্ষা
করতে ত্যাগের সাধন শিক্ষা,
ফেলে এলেম ভাইএর আদর বাপ্ মায়ের যতন
কতই কঠিন লেগেছিল সেদিন এই সাধন!
এ সাধনের এম্‌নি ধারা, পাখীর মতন এ'ল কা'রা,
তোরই ভাই আর বোনের পারা মধুর আলাপন;
যোগালি তায় নীবার বীজে মায়ের মতন যত্নে নিজে,
প্রাণ কাড়া তার কাকলীতে ভুল্‌লি জ্বালাতন,
এরাই দেবর ননদ এ'রা, যত্নে ছেলে মেয়ের সেরা,
আবদারেতে সবার বাড়া; প্রথম এই সাধন—
ছোট্ট সহজ প্রথম যোগ এই শিখায় তপোবন।
হৃদয় নদীর স্নেহের জলে কলসী ভরে' লীলার ছলে
কঙ্কণেতে ঝঙ্কারিয়া মধুর আবাহন,
মিট্‌তে তাদের তৃষ্ণা ক্ষুধা, মরম মথন করা সুধা,
কি যতনে জীবন ভরে' কর্‌বি বিতরণ,

তাদের মুখের তৃপ্ত হাসি, উদ্বেলিত শান্তি রাশি,
স্বর্গ সে তোর, মোক্ষ সে তোর, সকল আরাধন .
সাধন ভূমি এইত নারীর, এইত তপোবন !
আমরা নারী ক্ষুদ্র তুচ্ছ' "নিরাকারের" সাধন উচ্চ
বুঝতে নারি "অরূপের" সে কেমন আকর্ষণ,
রূপ ধরে তাই "অরূপ" এসে' "অনন্ত" ওই "সান্ত" বেশে
পতির মাঝে মিশে করেন প্রেমের সম্ভাষণ,
রাখিস্‌নে আর "আমি" "তুমি" ভাবিস্‌নে' আর বিশ্বভূমি
এই জোয়ারে ভাসিয়ে দে' তোর সকল আকিঞ্চন,
মৃত্যুরে জয় করে নারীর এই মহাসাধন !
হর্ষ ভরা বর্ষ কত কাল সাগরে হল গত;
প্রাঙ্গণে তোর ও কোন্ পাখীর কণ্ঠ আলাপন ?
বল্‌রে ও কোন্ সুধায় বৃষ্টি ভাসিয়ে দিল সকল সৃষ্টি
অঙ্কে ওতোর এল রে কোন্ কল্প লোকের ধন ?
কোন্ সেতারের মূর্ত্ত গীতি; কোন্ স্বরগের সোহাগ প্রীতি
এ কোন্ সোণার কাঠির পরশ পেয়েছে তোর মন !
তোর আঙ্গিনায় এল যেরে গোপের বৃন্দাবন !
আমরি ! আজ দেখগো চেয়ে; জগত জোড়া ছেলে মেয়ে
বিশ্বনাথের বিশে যে তোর সবাই আপন জন
নরক ত্রাতা ওই যে পুত্র ভুলিয়ে দিল তর্ক সূত্র;
যীশুর সাধের শিশু ওরা গোপাল পরিজন !
চাইনে ও ভাই চাইনে স্বর্গ ; চাইনে আমি চতুর্ব্বর্গ
বলগো তোরা ধন্য হোক্ এই আমার আরাধন !
স্বর্গ মোর এই—মোক্ষ মোর এই—এ মোর তপোবন।

ভুল-ভাঙ্গা।

কানন হইতে চয়ন করিয়া পূত তুলসীর দল;
তোমারে পূজিতে গেছিনু আনিতে শীতল গঙ্গাজল!
কুলুকুলু স্বরে' কহিল আমারে পুণ্য-সলিলা নদী
"যাঁরে পূজিবারে আয়োজন, তাঁর রূপ কণা হের যদি!
সকল সলিলে গঙ্গা দেখিবে; তুলসী সকল বন!
নিখিলের মাঝে হেরিবে, ভাতিছে তাঁরি রূপ সনাতন!

ঋষির সাধ।

(শ্রীরামচন্দ্র দর্শনে দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষির উক্তি)

(আমরা) চাইগো তোমারে চাই।
সাধ মিটাইয়ে সারা দেহ দিয়ে লুটিতে তোমারে চাই
শতবাধা শত বিপদ বিষাদ, ভূষণ করিয়া শুষ্ক পরিবাদ,
(যেন) চির সাথীকরে বিরহ বিষাদ মিলনের মধু খাই।
সারা দেহ, সারা পরাণটী দিয়ে তোমারেই যেন পাই!

চিদ আনন্দ—ঘণ রূপে রসে সাধ নাই, সাধ নাই!
যেন "আমার" "আমার" বলিয়া তোমারে কামানার(ই) জয় গাই!
সংশয়ে ঘন কণ্টক বনে, তুমি চলে যেও নিতি নিজ মনে
তৃষিত ক্ষুধিত কাতর পরাণে মোরা রব পথচাই,
তব, মনসিজ মোহ মধুব মূরতি কখন্ দেখিতে পাই!

যেন, দিগন্তঘেরা অন্ধকারের সকল রন্ধ্র ছেয়ে
তব সঙ্কেত নিঃস্বন উঠে আহবান গান গেয়ে!
ও, রাঙাচরণে জাতি-কুলমান, অঞ্জলি ভরে করে ফেলি দান
যুগান্ত ভরে' বাঁচি যেন মরে অনন্ত দুখ পেয়ে
তুমি যে আমারি এই আনন্দে র'ব আশাপথচেয়ে;

হৃদিতীর্থের পূত স্নেহনীরে অভিষেক হ'বে কভু,
কিঙ্করী হ'য়ে সেবিব কখনো তোমারে করিয়া প্রভু;
মা হ'য়ে বাড়াব বক্ষ রুধিরে, কভু অভিমানে নয়নের নীরে
তোমারে ভাসায়ে পিয়াময় হ'য়ে আপনি ভাসিব তবু
হৃদিতীর্থের পুণ্য উদকে অভিষেক হ'বে কভু!

সকল ছন্দ সকল বন্ধ খুলিবে ব্যথার গীতে,
পলকে পলকে নব নব সাধ জাগিবে সে লীলাটীতে!
নারী হৃদয়ের নবীন দৃশ্য, চমকি চাহিয়া দেখিবে বিশ্ব
নত হ'বে কত উদ্ধত শির সেই পাবন তীর্থটীতে
চাই গো তোমারে নবীন লীলায় ব্যাকুলা নারীর চিতে!

ধূলি।

(আমায়) ধূলি করে দাও ধূলি গো!
কঠিন আঘাতে গুঁড়ায়ে হিয়ার গুপ্ত কামনা গুলিগো!
তোমার বিশাল বিশ্বে আমি যে তুচ্ছ বালুকা কণা
তৃণ হ'তে নীচে বুঝিব, সেদিন সার্থক উপাসনা!
সব চেয়ে নীচে, সকলের পিছে, সবার চরণ তলে
সর্ব্বসহা এ বসুধা-ধূলায় মিশাও শাসন ছলে!
যদি পড়ি কভু সাধু পদতলে বুকের কাঁকর গুলি
সোণা হ'য়ে যা'বে; করে দাও মোরে ধরনীর বুকে ধূলি।
আমি, ব্যর্থ মানের তপ্ত মরুভূ, অকেজো মাটীর ঢেলা,
এতে, ফলিল না কোন ফুলের ফসল, চলিল না কারো খেলা
বুকে জাগে শুধু সাহারা ধূ ধূ ধূ, পদে পদে পথ ভুলি;
ভাবিয়া দেখিনু, সার্থক হ'ব যদি কর পদ ধূলি!

মধুপের প্রতি কেতকী

স্বর্ণ পক্ষ পুটে
জিনি চারু ইন্দ্রধনু বিচিত্র বরণ রাজী ফুটে
সুধাপানে মাতোয়ারা আত্মহারা বিভল পরাণ
অনন্ত সৌরভ মাঝে করিতে চাহিছে আত্মদান,
ওগো মধুকর !
কোথায় আসিছ ছুটে' মৃদুমন্দ গুঞ্জনে মুখর !
হে মহা পুলকি !
আমি যে কণ্টকাগার অভিশপ্তা অভাগী কেতকী !
এ নহে চম্পক বন্ধু, নহে পদ্ম আনন্দ প্রতিমা,
বরাঙ্গে লাবণ্য লীলা, হৃদয়ে সুধার মাধুরিমা ;
বসন্ত এনহে,
প্রথম নিশ্বাসে যার আনন্দের মন্দাকিনী বহে !
পুষ্প কুঞ্জ মাঝে
কি নব যৌবন জাগে ! মৃদুলে মুরজ যেন বাজে,
গুণ গুণ রব করি' মধুতরে কর যে অর্চ্চনা
কি আবেশ ঢালে কাণে তোমাদের সে কণ্ঠ মুর্চ্ছনা !
এ যে মা বসুধা
নিদাঘে জ্বলিয়া আজি পেয়েছে বর্ষার বারি-সুধা !
বিজন বিপিন মাঝে আমারে তুলেছে ফুটাইয়া
রূপহারা মধুহীনা তীব্র গন্ধ অঙ্গ আলিঙ্গিয়া !

অতিথি আমার!
আসিলে আমার কাছে প্রাণ দিতে হবে উপহার!
অন্ধ হ'বে আঁখি,
পরাগেতে, ছিন্ন পক্ষ হ'বে কণ্টকিত অঙ্গ লাগি!
তোমারে নিরখি আজ কি বেদনা উঠিছে উচ্ছসি'
বক্ষে মোর: বুঝিবে কি? যেই অশ্রু পড়িতেছে খসি'
মুক্তা মালা সম,
শুনিবে কি তার মাঝে বিজড়িত কত ব্যথা মম?
কিসে ইতিহাস!
আজ সে অতীত কথা কেহ কিরে করিবে বিশ্বাস?
ওগো, কণ্টক কানন কোলে, কেতকীর কাটেনি' শৈশব,
অলকার যক্ষ বালা, ছিল তারো অতুল বৈভব;
পিতৃ আদরিণী,
ছিল সে যে কোন দিন রূপসীর (ও) গরবহারিণী!
সুর মনোহর
কৈশোরে ছিল সেরূপ! মন্দারের কোরক সুন্দর,
পল্লবে পল্লবে যেন সুষমা ফুটাত আপনার,
স্রষ্টার সে দিব্য সৃষ্টি—করি না গো ত'ার অহঙ্কার!
গীতি শিক্ষা আশে
পিতা পাঠাইলা মোরে পিতৃ বন্ধু চিত্ররথ পাশে
শিক্ষা অবসরে
আজিকে পড়েনা মনে কোন্ এক আনন্দ বাসরে;
মোরে নিয়ে গিয়েছিল বাসব সভার মাঝখানে
মোহিতে মোহিনী বেশে সুললিত সুর লয় তানে!

অন্তরে চকিতে
জাগিল যৌবনোল্লাস; যাহু জানে দেবের আঁখিতে!
কেমনে নিমেষে
শিখিনু নবীন গাথা, মাতিনু কি অপূর্ব্ব আবেশে!
যেন, লাবণ্য সাগরে মম মাধুরী ফুটিল শিহরিয়া;
গাহিনু আপনা হারা সপ্তস্বরা করে ঝঙ্কারিয়া
শুনি সেই গান,
দেবতা আমার পানে চাহিল বিমুগ্ধ প্রীত প্রাণ!
সঙ্গীতের শেষে,
কার্ত্তিকের কণ্ঠ হ'তে খুলি' মালা হরষ আবেশে
বিশ্রস্ত চিকুরে মম আদরে দিলেন দোলাইয়া,
মরিনু, মজিনু আমি সেই কান্তি বারেক হেরিয়া,
স্বর্গ মর্ত্ত্য ভুলি
লইনু চরণ ধূলি চাহিয়া আনত নেত্র তুলি!
(যবে), ফিরিল চেতনা;
তুমি কি পুরুষ ওগো! বুঝিবে সে নারীর বেদনা?
বুঝিনু রমনী আমি; একদিন নারী হৃদি মাঝে
রুচির কুসুম শর—মৃত্যুহীন বজ্রসম বাজে!
সে মূরতিটীরে
গোপনে মরনে আঁকি আসিনু ভাসিয়া আঁখিনীরে!
দেখিনু কেমন
কহিব না পাছে চোখে ভেঙ্গে যায় সে সুখ স্বপন!

পঞ্চবর্ষ গত ;
নিয়াছি কুমারী আমি শঙ্কর পূজন মহাব্রত
পিতার আদেশে আমি দূর হিমাচল পদমূলে
দুটী সঙ্গিণীর সনে পূজি শিবে জাহ্নবীর কুলে।
যেই অগ্নিশিখা
ভস্মেঢাকা আছে বক্ষে পরায়ে সে দিল জয় টীকা
ভস্মবিন্দু লয়ে ;
পূণ্য প্রেমরূপে মোহ বিভাসিত হইল হৃদয়ে !
একদা একেলা বসি প্রথম দিবসে বরষার
যথা চিত্রকূট বক্ষে শাপ ভ্রষ্ট যক্ষ অলকার
বিজলী উজল
মেঘ পানে চেয়েছিনু স্মৃতি ভারে নত হৃদিতল !
বসি শিলাসনে
শঙ্কর প্রসাদ পুষ্পে মালিকা রচিনু আনমনে।
সহসা গগন পথে চারু চিত্র সম গেল দেখা,
কুসুম ভূষিত দেহে দেবের নর্ত্তকী "চিত্র লেখা"
ভূষিতে সঙ্গীতে
দেবতারে বুঝি ধনী চলিছে কি ললিত ভঙ্গীতে।
আহা ! ভাগ্যবতী।
কি তিক্ত হইল প্রাণ ! কি ঈর্ষা জাগিল ঘৃণ্য অতি
আমারো বাসনা হল ইন্দ্র সভাতলে মনোরম
আবার একটি সন্ধ্যা দেখাতে বিলাস ভঙ্গী মম।
ভাবিলাম হায়।
আছেত আমারো কান্তি স্থর পুর পারিজাত প্রায়।

আছি সেই আমি
আছে যশঃ তৃষ্ণা বুকে আজো বুঝি জানে অন্তর্যামী।
আছে সে কোমল কণ্ঠ কম্বু কান্তি যেই কণ্ঠ পরে
দেবদত্ত পারিজাত ঢলিয়া পড়িল হর্ষ ভরে
আছে সে সুস্বর
ভুবনম প্রিয় যাতে চিত্রার্পিত অমরা নগর
কোথা সে অমরা।
চির আলোকিতা পুরী অফুরন্ত সুখৈশ্বর্য্য ভরা
কোথা আমি ? পিতামহ কি দোষে পাঠায়ে বন বাসে
দিয়াছে এ ছার ব্রত না জানি কি গ্রহ শান্তি আশে।
আমি উপেক্ষিতা।
মাতৃহীনা অভাগিনী, স্বর্গবাস সৌভাগ্য বঞ্চিতা !
ফেলে দিনু খুলে—
নির্ম্মাল্য আশীষ পুষ্পে সুধাগন্ধী অতুল বকুলে !
কতক্ষণ নাহি জানি এভাবে ছিলাম নদী তীরে।
আঁধারে চরণ দলি সেই ফুল ফিরিনু মন্দিরে।
দেখিনু সেথায়
'বামদেব' বাম মোরে মুর্চ্ছাতুর লুণ্ঠিত ধরায়
পূজ্য পিতা মোর।
সুগন্ধ ঘৃতের দীপ নিবিল, কি অন্ধকার ঘোর !
কাঁপিছে মন্দির চূড়া, কাঁপে যথা ঘন ভূকম্পনে।
বহে ঝড়, পূর্ণ গিরি শ্বাপদের গভীর গর্জ্জনে !
আমি অকম্পিতা।
সেই দুর্যোগের মাঝে বুকে জলে এক চিন্তাচিতা !

গেল বহুক্ষণ!
সে যেন একটী যুগ, একটী প্রত্যক্ষ কুস্বপন।
অবশেষে গেল থামি অলৌকিক সে দুর্যোগ রাশি।
রতন প্রদীপ শিখা সহচরী দেখাইল আসি।
কহিলেন পিতা—
অশ্রুতে করা'য়ে স্নান, বুকে টানি' প্রাণের দুহিতা!
"তোরে শিক্ষা দিতে
শঙ্কর দিলেন শাপ ফুল হবি' পাপ অবনীতে
অভিশপ্তা হবি তুই জানি' পূর্ব্বে একাল নিয়তি
আশুতোষ তুষ্টি তরে রেখেছিনু করে' ব্রতবতী!
দলিয়া চরণে
শিব শিরঃ পুষ্প আজি বিপদ ডাকিলি অকারণে!
প্রতি বর্ষাগমে
অযুত বৎসর যা'বে কাঁটা ভরা কুসুম জনমে।
সদুপায় আছে মাগো। স্মৃতি যা'র বহু গুপ্ত চিতে
সেই ছবি একেবারে ভাল করে হ'বে মা! মুছিতে
তাই পার যদি
এক বর্ষে করিবেন শাপ মুক্ত তোর পশুপতি।
ভেবে দেখ মনে;
ক্ষণিকের মোহ লাগি কেন যাবে মরত ভবনে?
অসহ্য মরত বায়ু মানব নিশ্বাস বিষে ভরা,
কেমনে সহিব আমি প্রতি বর্ষে যাবি তুই ধরা!"
ওহো! কি ভীষণ!!
মায়েক নয়ন মুদি দেখিনু, এ অন্তরে কেমন

সেই সুকুমার
কন্দর্প নিন্দিত কান্তি! পণ স্থির হইল আমার।
করিনু সরম ভুলি "ক্ষণস্থায়ী নহে প্রেম মম
কাচ নহে, দুঃখানলে কষিত কাঞ্চন নিরুপম;
ভুলিব কেমনে
ধরিয়া লইনু পিতঃ! পুষ্প ভ্রমে কণ্টক কাননে!
ওগো ভগবান!
শুধু ভালবাসি বলে' ছলে দণ্ড করিলে বিধান!
আঁধার আসিলে নেমে' অদূর শিখর তরুচ্ছায়ে
আমিত ডাকিনি তারে কল্পনায়ো বাসর সাজায়ে!
শুধু নিমিষের লাগি
সেইরূপ সিন্ধু হ'তে সুধা বিন্দু পিয়েছিল আঁখি!
ওগো সে যে চাঁদ।
তারেত দেখেছি শুধু, ধরিতেত বাড়াইনি হাত।
তোমার নির্ম্মাল্যে দেব। কর্ম্মফলে দলিয়াছি পদে
শুধু সেই স্পর্শস্মৃতি মাতায়েছে মোরে ভ্রম মদে!
বহিবে গো শিরে
তোমার এ বজ্র দণ্ড সহস্র বৎসর ঘুরে ফিরে।
যদি সেই মূর্ত্তিখানি
বারেক দেখিতে দিতে অভাগীরে হে পিণাক পাণি।
আর কি শুনিবে বন্ধু। কি ঝড় ভাঙ্গিল হৃদিতীরে,
কত অশ্রু জনকের হেরিনু নীরবে নত শিরে,
না পারি কহিতে!
শাপের নিশ্বাস সহি স্মৃতি জ্বালা না পারি সহিতে।

করোগো আশীষ।
ভুজগ ভূষণ মত ভখি এই অভিশাপ বিষ।
অযুত বৎসর অন্তে বুকে যেন থাকে সেই স্মৃতি—
ইন্দ্রের সভায় পুনঃ প্রিয়ে মম শুনাইব গীতি।
এই বর্ষা শেষে
যাব যেথা পিতা মম মোর তরে শৈল সানু দেশে
আগ্রহে অধীর
আশা পথ পানে চাহি' নয়নে বহিছে প্রেমনীর।

৯

শুষ্ক কাষ্ঠের আত্মকাহিনী।

ওগো বধূ!

ফুরিয়ে কি গেল, দিবসের আলো, ঘনিয়ে এল' কি রাতি?
সন্ধ্যা এল' কি, মেঘ কুন্তলে সাজিয়ে' তারকা ভাতি?
বাজিয়ে এলে' কি সাঁজের শঙ্খ
পরাশ অধরে নিষ্কলঙ্ক?
আবরি আঁচলে তুলসীর তলে, দেখায়ে আসিলে বাতি?
দেবী লক্ষ্মীর আসন রচিয়া
হে গৃহ লক্ষ্মী! এলে অর্চ্চিয়া?
নিদ্রা বসিল প্রতি পাল্যের কমল নয়ন পাতি'?
প্রাঙ্গনে তব ওগো অঙ্গনে! জাগিল কি যূঁথি জাতি?
তাই এলে এবে অন্নপূর্ণে! রন্ধন গৃহে তব!
আজিশেষ দিনে তব প্রদত্ত মরণ বরিয়া লব!
আমি হতভাগা কাষ্ঠ নীরস
পা'ব ও কোমল করের পরশ
জ্বলিয়া অনলে আমার কাহিনী তোমারে খুলিয়া ক'ব!
পেয়ে কুঠারেতে কঠিন বেদন
এতদিন আমি ছিনু অচেতন,
মরণের ক্ষণে তোমার পরশে চেতনা পেয়েছি নব!
এই উহু হুহু! দারুণ ব্যথাতে বেদনা লাগিবে তব?

(ওগো !) দূরে আঙ্গিনায় আমি ছিনু এক, অতি শ্যাম সহকার
জন্ম আর সে শৈশব কথা বল, মনে থাকে কা'র ?
কিন্তু আজিও বেশ মনে পড়ে
নব বধূ তুমি এসেছ এঘরে
অনতি বালো তখন আমার দেহে শোভা সুকুমার।
নব কিশলয় পত্র শ্যামল
তপন কিরণে করে ঝলমল
বর্ণ উজ্জল যেন মকমল, সেদিন আছে কি আর ?
সেই আমি আজ হায় অদৃষ্ট ! দগ্ধ কাষ্ঠ ছার !
মনে পড়ে তব মোহিনী মাধুরী ; তুমি চিনিতে না যাবে
তব, চরণ নুপুর রুণু রুণু রোলে চিনিত গো সে তোমারে !
হাতে শাঁখা নোয়া, শোভন সিঁদুর
অধরে হাসিটী উজলিত পুর,
শরতের মেঘ ! কভু অসময়ে ভাসিতে নয়ন ধারে
পিতৃ ভবন কভু পড়ি' মনে
মন্দাকিনীর ধারা দু নয়নে,
আবার নিমেষে হাসি তার মাঝে আড়ালে হেরিয়া কা'রে,
কা'র দুটী আঁখি ঘুরিত ফিরিত তোমারি গো চারি ধারে।
মূক আমি হায় ! ওগো সুন্দরি ! কেমনে তোমারে ক'ব
সেকি স্পন্দন জাগিত হিয়ায় সুখ দুখ দোঁহে তব।
যতন লালিতা তুমি যথা ধনি !
আবর্জ্জনায় আমিও তেমনি
নব যৌবনে উঠেছি জাগিয়া উল্লাসে অভিনব !
সেকি আনন্দ! ওগো ! 'বর' আমি,
বন লতিকার হইয়াছি স্বামী

বিবাহ বাঁধনে বেঁধেছে সে মোরে করিয়া'ছে উৎসব,
পাপিয়া কাকলী পিক কুহু রব আরকি তোমারে ক'ব।
নব আনন্দে তুজনে মিলিয়া চেয়েছি তোমার পানে
কভু দেখিয়াছি তাপসী রূপসী প্রবাসী কান্ত ধ্যানে।
দেখেছি বিমনা চেয়ে বাতায়নে
ছলছল ছ'টী নলিন নয়নে,
পরিচিত প্রিয় হস্তের বুঝি পরশ জাগিছে প্রাণে!
কভু পথচেয়ে কাতরতা ভরে
দয়িতের দেখা লিপি খানিভরে
কখনো দেখেছি চাঁদনী নিশীথে জ্যোছনায় ওই খানে
পতি কর ধরে' কর বিচরণ চাহি' চন্দ্রমা পানে!
দেখিনু তোমরে শিশুর জননী! ত্রিদিবের সুধা হাসি,
মূর্ত্তি ধরিয়া মানব ভবনে দেখা বুঝি দিল আসি!
দেখনি'ত চেয়ে মোর পাদ মূলে
সেকি খেলা তার লুটাইয়া ধূলে,
কল কণ্ঠের কমনীয় হাসি, সে যে অমরার বাঁশী!
ছ' হাতে কখনো ধরিত জড়ায়ে,
একদিন কায়ে ভুষণ পরা'য়ে
শিহরি পুলকে উঠিয়াছি মোরা; মানব অমিত ভাবী!
বোঝনি' আমার মৌন হরষ, কত তা'রে ভাল বাসি!
লতিকা, সাধের লতিকা আমার তার সেই ক্ষীণ কায়!
আমারে ঘেরিয়া গেছে জড়াইয়া মনোরম সুষমায়!
কত পাখী এসে কুলায় রচি'য়া
ছিল ডালে মোর উষায় জাগিয়া
মধুর প্রভাতী গাহিয়া যেন বা মাগিত মোরে বিদায়,

একদা সহসা বৈশাখী ঝড়,
এল উদ্দাম করে মর মর'
সম্মুখরণ জানেনা অধম অতর্কিতের ঘায়,
মুর্চ্ছিত হ'য়ে লতিকারে লয়ে ভূতলে লুটা'নু হায়!
কোথাগেল, যারা আশ্রয় বলে ডালে বেঁধেছিল বাসা,
জীব গড়ে আর ভাঙ্গেন বিধাতা, তবু জীব বহে আশা!
সহসা চকিতে লভিনু চেতন
বক্ষে উহুহু! কঠিন বেদন,
জড়িত যেখানে লতিকা আমার; হায় রে কি ভালবাসা!
মরিবে তবু ও আমারে আবরে
কুঠার আঘাত ধরে দেহ পরে,
মুর্চ্ছিত হয়ে পড়িনু আবার, ফুরায়ে আসিছে ভাষা,
একতিলে যায় ফুরায়ে সকলি, তবুও জীবের আশা!
আজিকে কি জানি জাগিনু কেমনে তব কর পরশনে?
এই দেখ বালা! সাধের লতাটী ছিন্ন আমার সনে!
অঙ্গে অঙ্গে আজো সে বাঁধন
এই ছিল তার প্রাণের সাধন,
এই, নিঠুর দৃশ্য দেখিতে কি আজ লভিনু গো এ চেতনে?
আমিও তোমারে এ আশীষ করি
কম তনুটিরে প্রিয়েরে আবরি
তব মনো মত মরণ লভিও জীবনের শেষ ক্ষণে,
আমারে মুক্তি দেহ কল্যাণি! অনলে সমর্পণে!

১৩

গুরু ও শিষ্য ।

গুরু কহিলেন, "পুত্রের তরে যজ্ঞ করিতে হবে;"
জমিদার ক'ন দেওয়ানে ডাকি—"ফর্দ্দটা কর হবে ।"
আজ্ঞা করেন শিষ্যেরে প্রভু, দুলায়ে বিশাল শিখা ;
নিমেষের মাঝে অতি প্রশস্ত ফর্দ্দ হইল লিখা ।
দক্ষিণা স্মরি' গুরুর আননে উথলি' উঠিছে হাসি ;
ব্যক্ত করেন যজ্ঞমহিমা, আলোড়ি' শাস্ত্ররাশি ।
ভাবেন শিষ্য, "নীরস বিশ্ব যে-নিধিবিহনে, হায় !
গুরুরে তুষ্ট করিলে যদি-বা সে রতন পাওয়া যায়" !
হিন্দুর গুরু—মূর্ত্ত দেবতা ; সংসার-পারাবার
ঊর্ম্মিবহুল অতল-অকূল—গুরু সে কর্ণধার ।

২

বিপুলবিত্ত—উদারচিত্ত—দীন-ভিখারীর পিতা,
জমিদার যিনি ; গৃহেতে গৃহিণী—অতুলা, অনিন্দিতা—
কমলার মত রূপসী ললনা, গুণে যেন বীণাপাণি ;
পরিজন কভু সে মুখকমলে শোনে নি কঠোর বাণী ।
কহেন পতিরে, "কি কাজ যজ্ঞে ?—অন্তর্যামী সে নাথ ;
তাঁর পায়ে যাবে নাকি এ হিয়ার নীরব আর্ত্তনাদ ?
শিশুহীন হিয়া, রহিয়া রহিয়া, করে যবে হাহাকার—
তাঁহারি তুষ্টি সাধিব জগতে ঘুচিতে বেদনাভার ।"

পতি ক'ন, "তবু, কহিলেন প্রভু, নিজে করিবেন যাগ ;
এই শেষবার—চেষ্টা করিয়া ভাল মতে দেখা যাক্।
গুরুর দয়ায় সম্ভব সবি ; সংসার-পারাবার
উর্ম্মিবহুল অতল-অকূল—গুরু সেতু তরা'বার।"

৩

যজ্ঞেশ্বরের জাগিল করুণা, নারীর নীরব স্বরে—
কলঙ্কহারা চাঁদপারা শিশু দিলেন অঙ্ক'পরে!
"কর উৎসব পুরবাসী সব, বাজা—তোর শাঁখবাজা ;
নন্দ-ভবনে এ'ল যেন আজ বৃন্দাবনের রাজা!
ওগো ভাণ্ডারী, সপ্তাহতরে খোল ভাণ্ডারদ্বার ;
দেবমন্দিরে পাঠাও সাজিয়ে—পূজা ষোড়শোপচার।
পাঠাও ঘোষণা—সপ্তাহ ধরে' ভূস্বামী নিজগেহে
অনাথা-আতুরে অন্ন যোগাবে সন্তানসম স্নেহে।"
যজ্ঞের ফলে জনমিল শিশু—শিষ্য ভাবেন মনে ;
গুরুরে তুষ্ট করেন যতনে অকাতর-বিতরণে!

৪

পতি ক'ন, "প্রিয়ে, কি যাদু জানে ওকমল উপমা মুখ
চন্দনসম স্নিগ্ধ-সরস পরশে জুড়ায় বুক?
মরুভূমি পারা হৃদে ছিল ধরা, নয়ন খুলিতে তার
মানস-লোভন শ্যাম-সুশোভন কি মূরতি বসুধার।
ঊষা খোলে আঁখি—ওকালো আঁখির মধুর চাহনি দেখে,
ফুল হাসে—বুঝি ও রাঙ্গা ঠোঁটের হাসিটি অধরে মেখে ;
পাখী গাহে—সেও ওসোণা মুখের মধুর কাকলী শিখে,

এরে পেয়ে যেন—কর্ম্ম ভুলেছে ফলের বাসনাটিকে !
নন্দ-ভবন—আনন্দঘন—যাদুমণি যশোদার,
এমনি করে কি গোকুল ভুলাল সোণার কাঠিতে তার ?”

৫

ছদিনের মত বর্ষ পূরিল—দেখিতে দেখিতে ; আজ
হবে সে খোকার অন্নপ্রাশন—নামকরণের কাজ।
পুরবাসী সবে মাতে উৎসবে, হরষলহরী বয় ;
বাদ্যের রবে মুখরিত পুরী দেশ আনন্দময় ?
সুবেশ ভূষিত যুবকেরা ঘোরে হাসিমুখে দলে দলে ;
শিশুরা হাসিছে পাস্তুয়া পেয়ে সুকোমল করতলে
কেহ কাঁদে—কেহ সন্দেশ তার করে হেসে লুণ্ঠন,
যুবতীরা হাসে—চাঁদ মুখ হতে খুলি অবগুণ্ঠন ;
অঙ্গে জ্বলিছে স্বর্ণাভরণ, হাসিতে দুলিছে দুল,
সে হাসি-লহরী পেয়ে যেন পুরী মধুরসে মশ্‌গুল।
বঙ্গভবনে আনন্দ আজো—বঙ্গললনা বুকে ;
হাসো বালা আরো—বাঁচুক বাঙ্গালী হাসিটি হেরিয়া মুখে।

৬

শেষ হোম আদি পরে যথাবিধি অন্ন ছোঁয়ায়ে মুখে
আদর করিয়া শিষ্য পুত্রে গুরু লইলেন বুকে।
দুটী হাতে তাঁর গলায় জড়ায়ে হেসে খোকা শতকুটি
ঘুম ঘোরেশেষে মুদিল আরামে অবশ নয়ন দুটী
বুকে ধরে তার রতন জড়িত ক্ষীণ সে ক্ষুদ্র কায়
কোলাহল হ'তে চলিলেন গুরু বহে যেথা মৃদু বায়

দূর উপবনে সরসীর তীরে—অতি নিরজন ঠাঁই ;
নয়ন তুলিয়া দেখেন চাহিয়া কেহ কোন দিকে নাই।
উঠে দূরে শুধু মহাকোলাহল করে যে যাহার কাজ
জমিদার জায়া প্রজাগণে নিজে ভোজন করান আজ।
হীরকে হিরণে ঝলমল শিশু ঘুমায় অঙ্ক পরে।
ভাবেন বিপ্র "মেয়ে বিয়ে দিয়ে নিত্য অভাব ঘরে।
আরো দুটী মেয়ে বিবাহ যোগ্যা সংযোগ বিধাতার
পাঁচ হাজারের উপরে হবে এ জরোয়া অলঙ্কার।
কে জানিবে আমি নিয়াছি বলিয়া? নির্ব্বোধ জমিদার
মেয়ে বিয়ে বলে চেয়ে তার কাছে বেশী কি পাইব আর?"

৭

ঘনিয়ে আসিছে চারি ধার হ'তে নিশীথ অন্ধকার
বহুক্ষণ পরে অন্তঃপুরেতে এসে কন্ জমিদার
"খোকন্ কোথায়? প্রজাগণ মম চাহে দরশন তা'র
খোকা কোথা তাহা কেহ নাহি জানে; কেহ দেখে নাই আর
খোঁজ্ খোঁজ্ সবে মাণিকমুকুতা বিজড়িত কলেবরে
কোথা সবাকার নয়নানন্দ আলোক আঁধার ঘরে?
ক্ষীণ জ্যোছনায় সহসা সুদূর পানাপুকুরের জলে,
পাওয়া গেল তার মৃততনু খানি ঘনশৈবাল দলে।
কোমল কণ্ঠে হার ছিঁড়েনিতে রুদ্ধ হয়েছেশ্বাস।
দারুণ কঠিন কর নিপীড়নে হয়েছে সর্ব্বনাশ।
নিমেষে নীরব উৎসব রব বিপুল অলঙ্কার
লোভে কে হায়রে! নিষ্ঠুর হেন পরাণ হরিল তার!
অনেক ভৃত্য ছুটে এসে ' কয় আমি দেখিয়াছি তায়

যার তরে হেন অভিষেক ক্ষণে রাম বন বাস হায়!
গুরুদেব প্রভু! দেখিয়াছি আমি আধারে অঙ্গ ঢাকি।
নৌকা খুলিয়া যান পলাইয়া গহনা লুকায়ে রাখি।"
"হা গুরু!" বলিয়া পড়িল ঢলিয়া মূর্চ্ছিতা শিশুমাতা।
"সব নিয়ে কেন প্রাণে বাঁচালে না! তুমি যে জীবনদাতা!"

৮

ফুল সুকুমার তনু তনয়ের করিয়া ভস্মশেষ
ফিরিলেন ঘরে জমিদার হায়! ধরিয়া যতীর বেশ
বিপুল বিত্ত তাহার অর্দ্ধ লিখ গুরুদেব-নামে;
অপর অর্দ্ধে দরিদ্র সেবা হোক্ মোর বাসধামে।
গুরুদেবে দিব বিত্ত তিনি যে করেছেন উপকার
নরশিশু কেড়ে এঁকেছেন বুকে, চিরশিশু যশোদার।
উঠ প্রিয়তমে এস মোর সনে মুছে ফেল মনোদুখ,
বৃন্দাবনেতে হেরিবে তোমার হারা-খোকনের মুখ।
নর মানবের মায়ায় মোহিলে এমনি বিপদ হয়।
অল্প ব্যথায় এই কথা কটি বুঝালেন দয়াময়।
ভুলিওনা প্রিয়ে, মর্ত্ত্যে দেবতা হিন্দুর গুরু সব,
দুঃখ পালা'বে লাজে নতশিরে মনে মানি' পরাভব।
যজ্ঞের শিশু যজ্ঞেশ্বরের অঙ্কে পেয়েছে ঠাঁই
চেয়ে দেখ প্রিয়া, পরাণ খুঁজিয়া আর ত অভাব নাই।"

১১

পদ্মার পরীক্ষা

(ভক্তমাল)

১

শোক বিহ্বলা রাজার মহিষী অশ্রুরুদ্ধভাষে
কহেন ডাকিয়া জয়দেব প্রিয়া পদ্মাবতীর পাশে,
পদ্মা আমার যোদ্ধা ভাই সে যুদ্ধে হ'য়েছে হত
সহ মরণেতে গেছে জায়া তার সাধ্বী সতীর মত।"
পদ্মা কহেন "সহমৃতা যায় অতিদূর প্রেম ভাবে ;
"প্রিয় প্রেমাধীন যে পরাণ, সেযে নিজদেহ ছেড়ে যাবে।
"যে কঠিন হিয়া লাজ তেয়াগিয়া তথাপিও দেহে রয়
"মহারাণি ! তারে তোমার বিচারে দণ্ড উচিত নয়।"

২

ক্ষোভে অভিমানে রাজার ঘরনী তনু কাঁপে থর থর
যুগল গোলাপ বিকাশিল যেন রাতুল গণ্ডপর।
মঞ্জীর বাজে মৃদু রিনি ঝিনি আলয়ে ফিরিয়া রাণী
তখনি বসিয়া প্রাণেশের পাশে করিল কি কানাকানি।
আশ্রিতলতা, মহিষী সবে কি এমন দর্পতার ?
পদ্মার প্রেম সহে কিনা দেখি পরখের খুর ধার !

৩

সেদিন, ভবনে ভবনে বাজিছে সঘণ সন্ধ্যার আগমনী
প্রফুল্লগাঙ্ক নারীর অধরে মধুর শঙ্খধ্বনি।

পদ্মা তাঁহার নির্জ্জন গেহে বসিয়া অচঞ্চল
স্মরিছে নীরবে উপাস্য "রাধা-মাধবের" পদতল।
সহসা অদূর রাজগৃহ হতে উঠিল আর্ত্তস্বর
"কবি জয়দেব সন্ন্যাস রোগে ত্যজিলেন কলেবর।
কবির নামটী ধ্যানমগ্নার ভাঙ্গে ধ্যান পশি কাণে।
অতর্কিতে কে নিরীহা হরিণী বিঁধিল রে বিষবাণে।
শুনিয়া সাধ্বী বজ্রের মত সুকঠিন সেই কথা,
ঢলিয়া পড়িল কুঠার ছিন্না স্বর্ণ-লতিকা যথা!

৪

রাজার ভবনে হাহাকার সনে পশে গেল সেই বাণী
"জয়দেব জায়া জীবন দিয়াছে" শুনে ধেয়ে আসে রাণী।
ছুটিয়া আসেন আপনি ভূপতি অমনি কবির বাসে;
দেখেন লুটায় প্রাণ হীন তনু সন্ধ্যা দীপের পাশে।
পীবর বক্ষে স্পন্দন টুকু একেবারে গেছে থামি;
সন্ধ্যার মত মৃত্যু কালিমা আননে এসেছে নামি;
গতজীবিতার সীমন্ত সীমা তখনো উজল করে
ইন্দুর মত সিঁদুর বিন্দু হাসিছে পুলক ভরে।

৫

দাঁড়ায়ে মহিষী স্তব্ধ নিথর অধরে সরে না কথা
চিত্রিতা চারু প্রতিমা অথবা ভাস্কর কারু যথা।
ভূপতি কহেন "কি নিঠুর ওহো মিথ্যা তোমার ছল!
"নারীঘাতী আজি করিল আমারে নারীর কৌতুহল।
কবি বসে আছে বহিরুদ্যানে; কেমনে কহিব তারে
রাণীর ছলনা মেরেছে তোমার নির্দ্দোষী ললনারে?"

বিস্ময়ে ভয়ে রয়েছে দাঁড়ায়ে প্রহরী রুদ্ধবাক্
আসে সারি সারি যত পুর নারী ; কেহ বলে "পড়ে থাক্
এদেবীর দেহ ; ডেকে আন কেহ করিবে কহিয়া শব
পারিবেন এগ্নি প্রেমাধার পতি বাঁচাইতে এই শব।"

৬

জয়দেব আসি মুখে মধু হাসি জায়ায়ে চাহিয়া কয়
"রাধা মাধবের প্রেম রসে গলি জাগিবে এ অচেতন।
পদ্মা এখনো হয়নিত শেষ তোমার "ঠাকুর সেবা"
অমন করিয়া প্রাণ মন দিয়া তাঁদেরে সেবিবে কেবা
দেব দাসী তুমি দেব সেবা লাগি মৃত্যুয়ে কর জয়"
এতেক কহিয়া জয়দেব প্রিয়া তনু খানি পরশয়।
জড় মৃত্যুতনু শিহরী উঠিল পতির পরশ লভি-
পদ্মা উঠিয়া দেখেন চাহিয়া দাঁড়াইয়া যেন ছবি
নৃপ সাথে আসি নৃপপুর বাসী কুটীর দুয়ারে তাঁর।
মৃত্যু বিজয়ী প্রেম জয় গীতি উঠে মুখে সবাকার।